চিল্ড্রেন'স এডুকেশন সিরিজ (৩য় থেকে ৮ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)

Book-2

ছোটদের

তাওহীদ ও শিরক এর জ্ঞান

আমির জামান
নাজমা জামান

Published by
Institute of Family Development, Canada
www.themessagecanada.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

মন্তব্য/পরামর্শ	আমির জামান/নাজমা জামান টরন্টো, ক্যানাডা info@themessagecanada.com
১ম প্রকাশ	মে ২০১৩
২য় প্রকাশ	জানুয়ারী ২০১৬
৩য় প্রকাশ	জানুয়ারী ২০১৮
প্রশ্ন পর্ব সহযোগিতায়	জেনিফা তাহ্‌রীম (উপমা)
সার্বিক সহযোগিতায়	রোকসানা পারভীন (রুমা)
ভাষা সহযোগিতায়	তাহ্‌মিন জামান প্রমি রজিত তাজওয়ার
প্রচ্ছদ সহযোগিতায়	জারা, রামিসা, জুমানা
© কপিরাইট	আই.এফ.ডি ট্রাস্ট
প্রাপ্তিস্থান	আই.এফ.ডি ট্রাস্ট মুহাম্মাদপুর, ঢাকা ০১৭১০২১৯৩১০, ০১৬৮২৭১১২০৬ আল মারুফ পাবলিকেশনস কাটাবন মসজিদ, ঢাকা ০২৯৬৭৩২৩৭, ০১৯১৩৫১০৯৯১ কবির পাবলিশার্স চট্টগ্রাম ০১৬১৩০৬১৬৫৩
মূল্য	প্রতিটি বই ১০০ টাকা (Fixed price) ১২টি বইয়ের সম্পূর্ণ সেট ১২০০ টাকা (Fixed price)

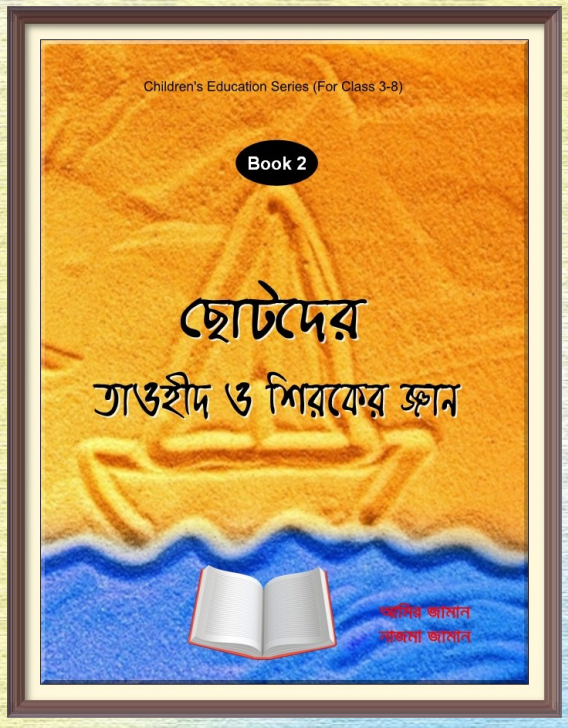

অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য বিশেষ গাইডলাইন

আমরা অভিভাবক এবং শিক্ষক/শিক্ষিকারা যখন আমাদের বাচ্চাদের ইসলামিক সায়েন্স সিরিজের বইগুলো পড়াবো তখন নিম্নের কিছু গাইডলাইন অনুসরণ করার চেষ্টা করবো। এতে আমাদের সন্তানরা আরো বেশী উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

১) আমরা অভিভাবকরা যদি রুটিন করে এই সিরিজের ১২টি বই আমাদের সন্তানদের নিজ ঘরে নিজ তত্ত্বাবধানে পড়াই তাহলে সে দুই বছরের মধ্যে ইসলামিক সায়েন্সের উপর পূর্ণাঙ্গ নলেজ নিয়ে গড়ে উঠবে এবং মজবুত ঈমানের অধিকারী হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

২) সন্তানদের পড়ানোর আগে নিজে পুরো বইটি আগাগোড়া পড়ে নিবো। সন্তানদের যেন কোন বিষয়ে গোজামিল দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা না করি। প্রতিটি বিষয়ের সাথে বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করি। তারা যেন প্রতিটি বিষয় আনন্দের সাথে শিক্ষাগ্রহণ করে।

৩) প্রতিটি বিষয়ে রসূল ﷺ-কে রোল মডেল হিসেবে তুলে ধরতে হবে। রসূল ﷺ-এর জীবনী এবং সাহাবা (রা.)-দের জীবনী পড়ার পাশাপাশি রসূল ﷺ-এর জীবনীর উপর তৈরী মুভি এবং কার্টুন-এর ভিভিও দেখতে পারি। প্রতিটি অভিভাবকেরই উচিত রসূল ﷺ-এর জীবনী "আর-রাহীকুল মাখতুম" বইটি পড়ে বিস্তারিত জেনে নেয়া।

৪) রসূল ﷺ যেভাবে সলাত আদায় করতে বলেছেন তা সহীহ হাদীসগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। এই সিরিজের সলাত শিক্ষার বইটিতে সলাতের প্রতিটি স্টেপ সহীহ হাদীস থেকে নেয়া হয়েছে। সহীহভাবে সলাত আদায়ের ভিডিও ও লেকচার ইউটিউবে পাওয়া যায়, তা দেখে আমরা সলাতটি ঠিক করে নিতে পারি। আমরা বড়রা যখন সলাত আদায় করি তখন যেন সন্তানদের সাথে নিয়ে আদায় করি এবং তাদেরকে সবসময় মসজিদে নিয়ে যাই হোক সে ছেলে বা মেয়ে। কাতারে নিজের পাশে দাঁড় করাই এবং তাদেরকে যেন পিছনে ঠেলে না দেই।

৫) ছোটবেলা থেকেই সন্তানদেরকে সদাকার অভ্যাস করানো উচিত। দেশের অসহায়-দরিদ্র এবং গরীব আত্মীয়দের সাহায্য সহযোগীতা করার জন্য ছোটবেলা থেকেই সন্তানদেরকে শিক্ষা দেয়া উচিত।

৬) ইসলামী আদব শিক্ষার বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে যেন তারা পড়ার পাশাপাশি ঐ মুহূর্ত থেকেই প্রাকটিক্যাল করে থাকে। ইসলামী আদব বইয়ে উল্লেখিত সমস্ত আদবগুলো সন্তানরা ঠিক মতো প্রয়োগ করছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখি। প্রথম প্রথম সে হয়তো ভুলে যেতে পারে তৎক্ষণাৎ তাকে আদবের সাথে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, তুমি সালাম দিতে ভুলে গেছ বা ঐ দু'আটা বলতে ভুলে গেছ ইত্যাদি, এমনভাবে বলা যাবে না যে সে অপমান বোধ করে। তবে একটি বিষয় খুবই সতর্ক থাকতে হবে যে আমরা তাদেরকে যা শিখানোর চেষ্টা করছি তা যেন আমরা নিজেরাও ঠিক মতো পালন করি তা না হলে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্বও তাদের কাছে কমে যাবে।

৭) নিজ বাসায় সন্তানদের জন্য একটি পারিবারিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এছাড়া IFD প্রকাশিত "প্যারেন্টিং" এবং "ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনে কীভাবে সফলতা অর্জন করবে" এই বই দু'টি যোগাড় করে অবশ্যই প্রতিটি অভিভাবকের পড়ে নেয়া উচিত। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

সূচীপত্র

তাওহীদ ও শিরক	৫
তাওহীদ কী?	৫
শিরক কী?	৮
শিরক-এর পরিণাম জাহান্নাম	৮
শিরক আল-আকবার (বড় শিরক)	৯
শিরক আল-আসগার (ছোট শিরক)	৯
আমাদের সমাজে প্রচলিত শিরক	১১
জন্মগতভাবে মুসলিম	১২
মাথা ঠেকানোর শিরক	১২
সুস্থ হবে কিংবা সৌভাগ্য লাভ করবে এ বিশ্বাস নিয়ে তামা, দস্তা, বা লোহার চুড়ি এবং আংটি পরা শিরক	১৩
তাবিজ ও কবজ বাঁধার শিরক	১৩
কুরআনীয় তাবিজ-কবজ শিরক	১৪
ভাগ্য গণনা করা শিরক	১৬
রাশিচক্রে বিশ্বাস করা শিরক	১৬
নানারকম কুসংস্কারে বিশ্বাস করা এবং শুভ-অশুভ সংকেত মেনে চলা শিরক	১৭
মানত মানায় শিরক	২০
কবর/মাজারকে ঘিরে নানা রকম শিরক	২১
পীরসাহেব বা কোন ওলীর কাছে সন্তান, চাকুরী, প্রমোশন, ব্যবসা, উন্নতি, ভাগ্যের পরিবর্তন, বিপদ-আপদ ও রোগমুক্তি ইত্যাদি চাওয়া শিরক	২৪
মাজার এবং মৃত লোকদের নিকট সাহায্য চাওয়া শিরক	২৪
মুহাম্মাদ ﷺ -কে ঘিরে শিরক	২৭
নাবী মুহাম্মাদ ﷺ মাটির তৈরী মরণশীল মানুষ ছিলেন, তিনি নূরের তৈরী ছিলেন না, তিনি মারা গেছেন	২৮
মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.)-কে ঘিরে নানা রকম শিরক	২৯
আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-কে নিয়ে নানা রকম শিরক	৩০
গান, কবিতা, গল্প-উপন্যাস, নাটক, সিনেমা এবং বাঙালী কালচারের মধ্যে নানা রকম শিরক	৩২
দেয়ালে মানুষের/প্রাণীর ছবি টাঙানো এবং ঘরে মূর্তি রাখা নিষেধ	৩৩
আরো কিছু ভুল-ভ্রান্তি	৩৩
কথা এবং চিন্তার মধ্যে শিরক	৩৩
ছোট সাইজের কুরআন	৩৪
আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর ভরসা করা শিরক	৩৫
শিরক থেকে হিফাযতের আমল	৩৫

তাওহীদ ও শিরক

ইসলামের সব নিয়ম-কানুন চর্চা করলেও কোন মুসলিম যদি তাওহীদের মূল বিষয় না মানেন তবে তার ইসলাম পূর্ণতা লাভ করে না। তাওহীদ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে বর্তমানে অনেক মুসলিম কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাওহীদ ও শিরক এবং সুন্নাত ও বিদ'আত এই চারটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেক মুসলিমের পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। শিরক তাওহীদের বিপরীত আর বিদ'আত সুন্নাতের বিপরীত। শিরক হলো আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা। আর বিদ'আত হলো রসূল ﷺ -এর সুন্নার বিপরীত কোন কাজ করা অথবা সুন্নায় নেই এমন কাজ সওয়াবের কাজ হিসেবে করা।

তাওহীদ কী?

'তাওহীদ' মানে আল্লাহর একত্ব (আল্লাহ এক)। আল্লাহর এই একত্ব পরিপূর্ণ। এ দৃষ্টিতে আল্লাহ শুধু সৃষ্টিকর্তাই নন তিনি একদিকে যেমন একমাত্র পালনকর্তা, মালিক, রিযিকদাতা, রক্ষাকর্তা ও আইন-বিধানদাতা তেমনি একমাত্র ইলাহ ও উপাস্যও বটে। অতএব মানুষ ভালোবাসবে কেবল আল্লাহকে, ভয়ও করবে কেবল আল্লাহকে, ইবাদত-বন্দেগী ও দাসত্ব করবে একমাত্র আল্লাহর।

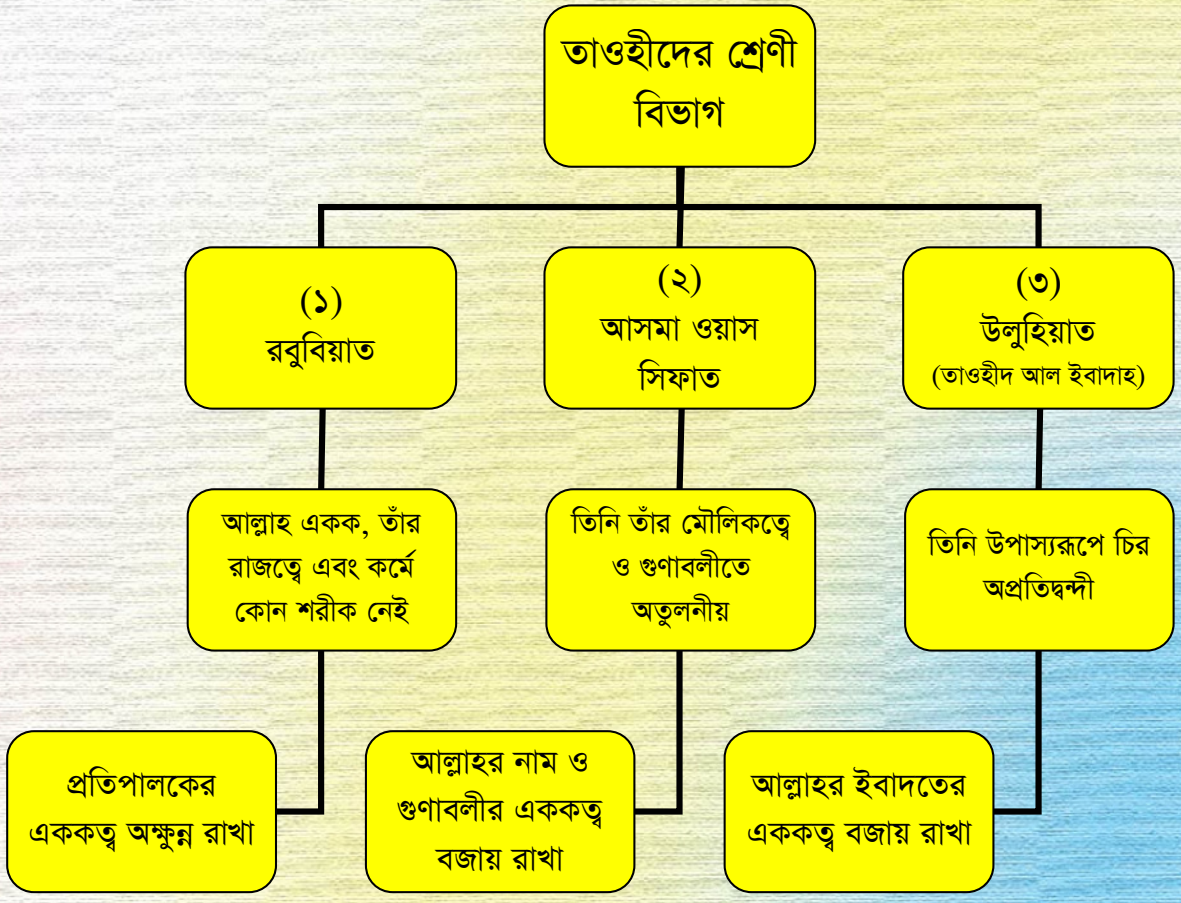

রবুবিয়াত

এই শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী আল্লাহই একমাত্র সত্যিকার শক্তি, তিনিই সকল বস্তুর চলাফেরা ও পরিবর্তনের ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি যেটুকু ঘটনা ঘটতে দেন সেটুকু ব্যতীত সৃষ্টি জগতে কিছুই ঘটে না। যেমন ঃ আল্লাহ বলেছেন ঃ

- *"আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই সব কিছুর ব্যবস্থাপক।" (সূরা আয-যুমার ঃ ৬২)*
- *"প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও।" (সূরা আস-সফফাত ঃ ৯৬)*

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আপতিত হয় না। (সূরা তাগাবুন ঃ ১১)

আসমা ওয়াস সিফাত ঃ এই শ্রেণীর কয়েকটি রূপ আছে ঃ

১) আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর একত্ব বজায় রাখার প্রথম শর্ত হলো ঃ কুরআনে ও হাদীসে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ﷺ আল্লাহর যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন সেভাবে ছাড়া আর কোনভাবে আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া যাবে না।

২) মানুষের উপর আল্লাহর গুণাবলী না দেয়া। আমাদের সমাজে পীর আওলীয়াগণকে আল্লাহর ক্ষমতা দেয়া হয় যেমন ঃ তারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, গায়েব জানেন, মানুষের ভাল-মন্দ করতে পারেন, গুনাহগারকে জান্নাতে পার করে দেবেন, নিঃসন্তানকে সন্তান দিতে পারেন, রিযিক বাড়িয়ে দিতে পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩) আল্লাহর সিফাতী নামে কাউকে ডাকা যাবে না। যেমন ঃ "রাজ্জাক" (রিযিকদাতা), "খালেক" (সৃষ্টিকর্তা), "মালেক" (প্রভু), ইত্যাদি। এই নামগুলো শুধু আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য। এই ধরনের নাম মানুষের ক্ষেত্রে তখনই ব্যবহার করা যাবে যখন তার নামের আগে "আব্দ" শব্দটি ব্যবহার করা হবে, যেমন -- আব্দুর রাজ্জাক (রিযিকদাতার দাস), আব্দুল খালেক (সৃষ্টিকর্তার দাস), আব্দুল মালেক (প্রভুর দাস) ইত্যাদি।
তেমনিভাবে গোলাম রসূল (রসূলের গোলাম), গোলাম নাবী (নাবীর গোলাম), গোলাম মোস্তফা, ইত্যাদি নামগুলো নিষেধ। কারণ এখানে নিজেদেরকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের গোলাম হিসেবে ঘোষণা করছে।

উলুহিয়াত

'উলুহিয়াত' মানে ইবাদত। এর মর্ম হলো ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্য করা, অন্য কারো জন্য নয়। মক্কাবাসীদের তাওহীদ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি এবং আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি তারা অন্যকিছুর ইবাদত করার কারণে আল্লাহ তাদেরকে কাফির এবং মুশরিক হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। অতএব সকল প্রকার ইবাদত করতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। সেজন্য মানুষ এবং আল্লাহর মধ্যে যে কোন ধরনের মধ্যস্থতাকারী অথবা যোগাযোগকারীর প্রয়োজন নেই। রসূল ﷺ বলেছেন ঃ

"তুমি যদি ইবাদতে কিছু চাও তাহলে শুধু আল্লাহর নিকট চাও এবং তুমি যদি সাহায্য চাও তাহলে শুধু আল্লাহর নিকট চাও"। (আত-তিরমিযী)

উদাহরণ ঃ তাওহীদের ক্ষেত্রে মাঝামাঝি কোন বিষয় নেই; আমি ৫০% মানি বা ৭০% মানি তা হবে না। আর এ ক্ষেত্রে মাঝামাঝি হচ্ছে সন্দেহ, ইসলামে সন্দেহের কোন স্থান নেই যা হবে তা হতে হবে ১০০% বা পুরোপুরি অর্থাৎ সত্য।

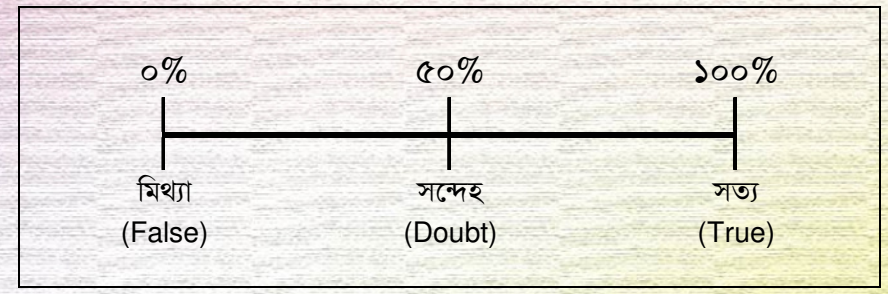

বাস্তব চিত্র

বাস্তবে আজ মুসলিম সমাজে আল্লাহকে এক ও অনন্য বলে সাধারণভাবে স্বীকার করা হয় বটে। কিন্তু কাজের সময় দেখা যায়, আল্লাহর উলুহিয়াতী (ইবাদত) তাওহীদের প্রতি যদিও বিশ্বাস রয়েছে কিন্তু তাঁর রবুবিয়াতের (প্রভুত্ব) তাওহীদ স্বীকার করা হচ্ছে না। মুখে স্বীকার করলেও বাস্তবে রব হিসেবে মেনে নেয়া হচ্ছে আরো অনেক শক্তিকে। আর এটাই হচ্ছে শিরক।

অনেকে মনে করে, এরা অলৌকিকভাবে মানুষের দু'আ শুনতে ও কবুল করতে পারে, সাহায্য করতে পারে। ভালমন্দ করাতে ও ঘটাতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তাদের সন্তুষ্টি কামনা করে। আর তাদের সন্তুষ্টির জন্যেই তাদের উদ্দেশ্যে মানত মানে, পশু জবাই করে, মরার পর তাঁদের কবরের ওপর সিজদায় মাথা লুটিয়ে দেয়, নিজেদের ধন-সম্পদের একটা অংশ তাদের জন্যে ব্যয় করে। আর এসব কারণেই দেখা যায়, এ শ্রেণীর লোকদের কবরকে নানাভাবে সম্মান করা হচ্ছে, অনেক টাকা খরচ করে কবরের ওপর পাকা ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশ সফর করা হয়। এক নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে চারিদিক থেকে তাদের ভক্তেরা এসে জমায়েত হয়। ঠিক যেমন হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় তীর্থভূমে গিয়ে থাকে।

ইসলামে তাওহীদী আক্বীদার দৃষ্টিতে আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট দু'আ (প্রার্থনা) করা বা আর কাউকে সম্বোধন করে দু'আ করা সুস্পষ্ট শিরক। ইসলামে তা স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ। কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ

- *"আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাকে ডাকছো তারা তোমাদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়। বরং নিজের সাহায্যেও অক্ষম।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৯৭)*
- *"আল্লাহ যদি তোমাকে কোন ক্ষতি বা বিপদ দেন, তবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই দূর করতে পারবে না। আর তিনিই যদি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ দান করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে দানকে প্রত্যাহার করতে পারে এমন কেউ নেই। তবে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান কল্যাণ দেন, তিনিই ক্ষমা দানকারী, করুণাময়।" (সূরা ইউনুস ঃ ১০৭)*
- *"আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা আর যারই নিকট দু'আ কর, তাদের কেউই একবিন্দু জিনিসের মালিক নয়। তা সত্ত্বেও যদি তোমরা তাদেরই ডাক, তাদের নিকটই দু'আ কর, তবে [জেনে রাখ যে] তারা তো তোমাদের ডাক শুনতেও পায় না।" (সূরা ফাতির ঃ ১৩-১৪)*

"কোনো দুঃখ বা বিপদ যদি তোমাকে গ্রাস করে থাকে তবে তা (আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়েছে মনে করতে হবে এবং তা) দূর করার কেউ নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। এমনিভাবে তুমি যদি কোন কল্যাণ লাভ করে থাকো তবে তিনিই তো সর্বশক্তিমান।" (সূরা আনআম ঃ ১৭)

শিরক কী?

শিরক হলো অংশীদারিত্ব; শরীক হলো অংশীদার

ইসলামে শিরক হচ্ছে আল্লাহর নামের সাথে, আল্লাহর গুণের সাথে, আল্লাহর কাজের সাথে, আল্লাহর সত্ত্বার সাথে অথবা আল্লাহর ইবাদতে অন্য কাউকে অংশীদার করা, তুলনা করা অথবা আল্লাহর সমকক্ষ বানানো। অর্থাৎ আল্লাহর কোন ক্ষমতা তার সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে দিলেই তা হবে শিরক।

"আল্লাহর সাথে শিরক করলে তিনি তা কখনও ক্ষমা করবেন না। শিরক ছাড়া অন্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা করেন। যে কেউ আল্লাহর শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।"
(সূরা নিসা ঃ ৪৮, ১১৬)

শিরক-এর পরিণাম জাহান্নাম

মহান আল্লাহ বলেন

- *[হে মুহাম্মাদ], "তুমি ঘোষণা করে দাও, আমি আমার রবকে ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করি না।" (সূরা জ্বিন ঃ ২০)*
- *"তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব ও ইবাদত করো। আর অন্য কোনো কিছুকেই তাঁর সঙ্গে শরীক করো না।" (সূরা নিসা ঃ ৩৬)*
- *"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। এবং তার অবস্থান জাহান্নাম। অত্যাচারী যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।" (সূরা মায়িদা ঃ ৭২)*

রসূল ﷺ বলেছেন

- নাবী কারীম ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, সে তাঁর সাথে শিরক করে না, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে তাঁর সাথে শিরক করা অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, সে জাহান্নামে যাবে। (সহীহ মুসলিম)
- নাবী কারীম ﷺ বলেছেন ঃ কবীরা গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা ও মিথ্যা শপথ করা। (সহীহ বুখারী)

"আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করার অবস্থায় যদি কারোর মৃত্যু হয় তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"
(সহীহ বুখারী)

শিরক আল-আকবার (বড় শিরক)

শিরক আল-আকবার বা বড় শিরক হলো যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। যে সব মুসলিম রসূল ﷺ -এর কাছে প্রার্থনা করে অথবা সূফীদের বিভিন্ন আউলিয়া এবং পীরদের কাছে প্রার্থনা করে এই বিশ্বাসে যে, এরা তাদের প্রার্থনায় সাড়া দিতে পারেন, সেই সব মুসলিম এই ধরনের শিরক আল-আকবার করে। তাই অবশ্যই প্রার্থনা করতে হবে সরাসরি আল্লাহর কাছে।

আল কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ *তুমি তাদেরকে বল, তোমরা যদি নিজেদের আদর্শে সত্যবাদী হও তবে চিন্তা করে দেখতো যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত এসে উপস্থিত হয়, তখনও কি তোমরা আল্লাহকে ব্যতীত অন্য কাউকেও ডাকবে? বরং তাকেই তোমরা ডাকতে থাকবে, অতএব যার জন্যে তোমরা তাঁকে ডাকছো, ইচ্ছা করলে তিনি তো তোমাদের থেকে দূর করে দিবেন, আর যাদেরকে তোমরা অংশী করেছিলে তাদের কথা ভুলিয়ে দিবেন। (সূরা আল-আনয়াম ঃ ৪০-৪১)*

শিরক আল-আসগার (ছোট শিরক)

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন ঃ "আমি তোমাদের জন্য যা সবচেয়ে বেশী ভয় করি তা হল শিরক আল-আসগার (ছোট শিরক)।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন "ইয়া আল্লাহর রসূল, ছোট শিরক কী?" তিনি উত্তর দিলেন, "আর-রিয়া"– লোক দেখানো বা জাহির করা, কারণ নিশ্চয়ই শেষ বিচারের দিনে মানুষ তার পুরস্কার গ্রহণের সময় আল্লাহ বলবেন, "দুনিয়ার জগতে যাদের কাছে তুমি নিজেকে জাহির করেছিলে তাদের কাছে যাও এবং দেখ তাদের নিকট হতে কোন পুরষ্কার পাও কি না।" (আহমাদ)

ছোট শিরক ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না, তবে তা কবীরা গুনাহ।

বিভিন্ন ধরনের ইবাদতের মধ্যে অন্যকে দেখানোর এবং প্রশংসিত হবার জন্য যে ধরনের ইবাদতের অনুশীলন করা হয় সে ধরনের ইবাদত হল 'রিয়া'। রসূল ﷺ আরো বলেছেন ঃ "ওহে জনগণ, গুপ্ত শিরক হতে সাবধান"। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, "হে আল্লাহর রসূল, গুপ্ত শিরক কী?" তিনি উত্তর দিলেন, "যখন কেউ সলাত আদায় করতে উঠে সলাত সুন্দর করার জন্য চেষ্টা করে এই ভেবে যে লোক তার প্রতি চেয়ে আছে, সেটাই গুপ্ত শিরক" (ইবনে খুজাইমাহ)

"তুমি কি দেখ না তাকে,
যে তার কামনা-বাসনাকে ইলাহ্ রূপে গ্রহণ করে?"
(সূরা আল-ফুরকান ঃ ৪৩)

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

১। প্রশ্ন ঃ

ক) তাওহীদ বলতে কী বুঝায়? তাওহীদকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং কী কী?
খ) শিরক কী? শিরক সম্পর্কে মহানাবী ﷺ কী বলেছেন?
গ) শিরক আল-আকবার এবং শিরক আল-আসগার বলতে কী বুঝায়?
ঘ) রিয়া বলতে কী বুঝায়?

২। বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

ক) মহান আল্লাহকে একক সত্ত্বা হিসেবে বিশ্বাস করাকে কী বলে?
i. আনুগত্য ii. ইবাদত iii. তাওহীদ iv. রিসালাত
খ) তাওহীদকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে? i. ২ ii. ৩ iii. ৪ iv. ৫
গ) উলুহিয়াত মানে কী? i. পবিত্রতা ii. একত্ববাদ iii. ইবাদত iv. পরিচ্ছন্নতা
ঘ) আল্লাহর নামের সাথে, গুণের সাথে, কাজের তুলনা করা কী?
i. রিসালাত ii. আনুগত্য iii. ইবাদত iv. শিরক
ঙ) শিরক এর পরিণাম কী? i. জান্নাত ii. জাহান্নাম iii. দু'টোই iv. কোনটাই না

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) _____মানে আল্লাহর নির্ভেজাল একত্ব ।
খ) _____ তাওহীদের বিপরীত আর _____ সুন্নাতের বিপরীত ।
গ) শিরক হলো আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে _____ করা ।
ঘ) সকল প্রকার ইবাদত করতে হবে শুধুমাত্র _____ উদ্দেশ্যে ।
ঙ) শিরক আল-আকবার বা বড় শিরক হলো যা ব্যক্তিকে _____ থেকে বের করে দেয় ।

৪। সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখ ঃ

ক) তাওহীদ মানে আল্লাহর নির্ভেজাল একত্ব ।
খ) শিরক এর পরিণাম জান্নাত ।
গ) শিরক আল আকবার হচ্ছে ছোট শিরক ।
ঘ) ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্য অন্য কারো জন্য নয় ।
ঙ) শিরক ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় ।

৫। বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর ঃ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক) তাওহীদ অর্থ	ক) রিয়া ।
খ) শিরক তাওহীদের বিপরীত আর বিদ'আত	খ) ছোট শিরক ।
গ) আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করাই হলো	গ) একত্ববাদ ।
ঘ) লোক দেখানো ইবাদতকে বলা হয়	ঘ) সুন্নাতের বিপরীত ।
ঙ) শিরক আল-আসগার মানে	ঙ) শিরক ।

আমাদের সমাজে প্রচলিত শিরক

১. **দু'আর শিরক ঃ** নাবী, আওলিয়া, পীর বা মাজারের কাছে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী, প্রমোশন, রোগমুক্তি, সন্তান লাভ ইত্যাদির জন্য দু'আ (প্রার্থনা) করা শিরক।

২. **ভালবাসার শিরক ঃ** কোন পীর দরবেশ বা অলীকে আল্লাহর মত ভালবাসা শিরক।

৩. **আনুগত্যের শিরক ঃ** কুরআন-হাদীসের বিপরিত কাজে পীর, ইমাম বা আলেম-ওলামাদের আনুগত্য করা শিরক।

৪. **সম্পর্কের শিরক ঃ** আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিলীন হয়ে আছেন এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, এইরূপ ধারণা করা শিরক।

৫. **ব্যবস্থাপনা শিরক ঃ** আওলিয়া ও কুতুবগণ সৃষ্টি জগতের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত রয়েছেন এই বিশ্বাস করা শিরক।

৬. **ক্ষমতার শিরক ঃ** বিপদে পড়লে স্বীয় পীরকে স্মরণ করা শিরক। খাজা বাবা বা আব্দুল কাদের জীলানী বা অন্যান্যদেরকে স্মরণ করা শিরক।

৭. **গুণের (সিফত) শিরক ঃ** আল্লাহর কোন কোন সৃষ্টিকে ঐ সমস্ত গুণের অধিকারী মনে করা যা শুধু একমাত্র আল্লাহর। যেমন নাবী, রসূল, পীর, আওলিয়া, জ্বীন গায়েবের খবর জানে বলে ধারণা করা শিরক।

৮. **আমলের শিরক ঃ** আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য কুরবানী করা, মানত করা, নজর-নেয়াজ দেয়া ইত্যাদি শিরক।

৯. **তাওয়াফের শিরক ঃ** কাবাঘর ছাড়া অন্য কোথাও তাওয়াফ করা শিরক (অর্থাৎ পীর আওলিয়াদের মাজার তাওয়াফ করা শিরক)।

১০. **হিফাজতের শিরক ঃ** বিদায়ের আগে কারো নিরাপত্তা কামনায় পীর আওলিয়াদের নাম করে তাদের হিফাজতে দেয়া শিরক।

১১. **মর্যাদার শিরক ঃ** আল্লাহ ও মুহাম্মাদ ﷺ -কে একই মর্যাদার অধিকারী মনে করা কিংবা তা মনে করে কোথাও লিখে রাখা শিরক।

১২. **রিসালাতের শিরক ঃ** মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনা জীবনবিধানকে লংঘন করে কারো কোন ফতোয়াকে যদি কেউ কবুল করে এবং মনেপ্রাণে তা মেনে নেয় তাও রিসালাতের শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

১৩. **ইবাদতের শিরক ঃ** আল্লাহ ছাড়া অন্যকে দেখানোর জন্যে ইবাদত করা। নাবী, রসূল, পীর, দরবেশ, ফকির, আউলিয়া, জ্বীন, গণক, যাদুকর, তাবিজকারী অথবা অন্য কারো ইবাদত করা অথবা আল্লাহর ইবাদতের সময় তাদেরকে অংশীদার বানানো শিরক।

১৪. **কবর সংক্রান্ত শিরক ঃ** হাজরে আসওয়াদ (কাবাঘরের কালো পাথর) ছাড়া অন্য কোন জিনিসকে চুমু খাওয়া যেমন ঃ মাজার বা কবরকে চুমু খাওয়া, কবরে হাত লাগানো, কবরে পশু জবেহ করা, কবরে ওরস করা, কবরে মানত করা, কবরে সিন্নি দেয়া, কবরে মোমবাতি জ্বালানো, আতর, গোলাপ ইত্যাদি ছিটানো শিরক। (অবস্থাভেদে ছোট শিরক ও বড় শিরক দু'টোই হতে পারে)।

১৫. **রসূল ﷺ -কে নিয়ে শিরক ঃ** রসূল ﷺ হাজির-নাজির অর্থাৎ আমি যা করছি তা তিনি সব দেখছেন, শুনছেন এমন আক্বীদা থাকা। মিলাদের সময় রসূল ﷺ -এর জন্য একটি খালি চেয়ার রাখা, তিনি মাহফিলে উপস্থিত হয়েছেন ভেবে তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়ানো ইত্যাদি শিরক।

১৬. **নির্ভরতার শিরক ঃ** শরীরে তাবিজ লটকানো, আকিক বা এ ধরনের অন্যান্য পাথর ব্যবহার করলে ভাগ্য পরিবর্তন হবে এমন আক্বীদা (বিশ্বাস) থাকা শিরক।

১৭. **অন্যান্য শিরক ঃ** আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর কসম খাওয়া, অন্যের যিকর করা, অন্যের নিকট তাওবা করা, কাউকে ক্ষতি ও উপকারের মালিক মনে করা এবং কাউকে আল্লাহর সমতুল্য মনে করা শিরক।

জন্মগতভাবে মুসলিম

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যারা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় ভাগ্যবান তারা অবশ্যই জানে যে, এই ধরনের মুসলিমদের আপনাআপনিই জান্নাত পাবার নিশ্চয়তা নেই। কারণ রসূল ﷺ সাবধান করেছেন যে মুসলিম জাতির একটি বৃহদাংশ এত ঘনিষ্ঠভাবে ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের অনুসরণ করবে যে, তারা যদি একটি সাপের গর্তে প্রবেশ করে মুসলিমরাও তাদের পেছন পেছন প্রবেশ করবে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

> রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে কিছু মুসলিম সত্যি সত্যিই মূর্তি পূজা করবে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

আজকাল অনেকে মৃত ব্যক্তির পূজা করছে, কবরের উপর গম্বুজ এবং কবরকে ঘিরে মসজিদ নির্মাণ করছে এবং এমনকি এসব ঘিরে নানা রকম অনুষ্ঠানাদি পালন করছে। আজকাল অজ্ঞতার কারণে মুসলিমদের মাঝেও অগ্নি পূজা হচ্ছে, যেমন কেউ মারা গেলে মোমবাতি জ্বালিয়ে শোক পালন করা হয়। শুধু মারা গেলে নয়, যেকোন ধরনের শোক পালন করার জন্য মুসলিমরাও মোমবাতি জ্বালায় অথচ এটা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

কোন অসুখের জন্য বা অন্য কোন কারণে তাবিজ পরা যাবে না।

মাথা ঠেকানোর শিরক

সিজদা বা মাথা ঠেকানোর প্রবণতা প্রধানতঃ মুশরিক সমাজে পরিলক্ষিত হলেও মু'মিন কখনও মহান আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মাথা ঠেকাতে পারে না কারণ তা পরিষ্কার শিরক বা তাওহীদ বিরোধী।

সলাত আদায় করার সময় একজন মু'মিন শুধু আল্লাহর কাছে তার মাথা ঠেকায়। কবর, মাজার ইত্যাদির জন্য মাথা ঠেকানো হলে শিরক। অনেক গান এবং কবিতা আছে যার কথা শিরক মিশ্রিত এবং তা থেকে আমাদেরকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

অন্যের নামে যিকর করা শিরক

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম জপা যাবে না অর্থাৎ যিকর করা যাবে না। সে নাবী, রসূল, অলী-আওলিয়া হলেও না। না জানার কারণে আমাদের মধ্যে কিছু গান প্রচলিত আছে যেখানে নাবী ﷺ -কে অতিরিক্ত ভক্তি করতে গিয়ে তার নামে যিকর করে শিরক করা হচ্ছে। যেমন-

- নবী মোর পরশমনি, নবী মোর সোনার খনি
  নবী নাম জপে যে জন সেই তো দু'জাহানের ধনী।
- মুহাম্মাদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে
  তাই কি রে তোর কণ্ঠের গান এমন মধুর লাগে।

নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর নামে কোন প্রকার যিকর করা যাবে না, যিকর হবে শুধু আল্লাহর নামে। এই গানগুলোতে নাবী ﷺ -এর অতিরিক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে আল্লাহর সাথে শিরক করে ফেলা হয়েছে।

সুস্থ হবে কিংবা সৌভাগ্য লাভ করবে এ বিশ্বাস নিয়ে তামা, দস্তা, বা লোহার চুড়ি এবং আংটি পরা শিরক

রসূল ﷺ একটি লোকের বাহুতে দস্তার বালা দেখে তাকে বললেন, "দুর্ভাগ্য তোমার উপর। এটা কী?" লোকটি উত্তর দিল যে এটি আল-ওয়াহিনাহ নামের একটি অসুখ হতে রক্ষা পাবার জন্য। রসূল ﷺ তখন বললেন, "এটা ফেলে দাও, কারণ এটা শুধু তোমার অসুস্থতা বৃদ্ধি করবে এবং যদি তুমি এটা পড়া অবস্থায় মারা যাও, তুমি কখনও কৃতকার্য হবে না।" (আহমাদ, ইবনে মাযাহ)

এইভাবে অসুস্থতা এড়ানো যায় অথবা সারানো যায় এই বিশ্বাসে অসুস্থ বা স্বাস্থ্যবানদের তামা, দস্তা বা লোহার চুড়ি, বালা এবং আংটি পড়া কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। হারাম (নিষিদ্ধ) সামগ্রীর মাধ্যমে অসুস্থতার চিকিৎসা ইসলামে নিষেধ, যে সম্বন্ধে রসূল ﷺ বলেছিলেন, "একজন আর একজনের অসুস্থতায় চিকিৎসা কর, কিন্তু নিষিদ্ধ সামগ্রী দিয়ে রোগের চিকিৎসা করিও না।" (আবু দাউদ, বাইহাকী)

তাবিজ ও কবজ বাঁধার শিরক

আমাদের সমাজের একদিকে সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের মাঝে তাবিজ-কবজ বাঁধার এবং এক শ্রেণীর বড় লোকদের মাঝে, বিশেষ করে বিদেশ সফর কালে 'ইমামে জামেন' বাঁধার একটা ব্যাপক রেওয়াজ রয়েছে। এরা মনে করে যে এতে করে বিপদ কেটে যাবে কিংবা বিপদ আসতেই পারবে না। কিন্তু কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে এসব ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং মুসলিমদের মাঝে এটা যে একটা সম্পূর্ণ বিদ'আত ও শিরকী কাজ।

নাবী কারীম ﷺ বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোনো তাবিজ-কবজ ঝুলাবে, আল্লাহ তাকে কোনো ফায়দা দেবেন না। আর যে কোনো কবজ ঝুলাবে, আল্লাহ তার বিপদ দূর করবেন না কখনো (কোন শান্তি পাবে না সে)।" এবং "যে লোক কোনো তাবিজ-কবজ বাঁধবে, সে শিরক করলো।" (সহীহ বুখারী)

পরপর উল্লেখ করা এ হাদীস থেকেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কোনো ক্ষতি–লোকসান বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে কিংবা কোনো স্বার্থ-উদ্দেশ্য লাভের আশায় তাবিজ-কবজ বাঁধা সুস্পষ্ট শিরক। সাধারণভাবে লোকেরা মনে করে যে এর মধ্যেতো আল্লাহর কালাম রয়েছে, আর এটা বিশেষ হুজুর দিয়েছেন, রোগ-বালাই ভাল না হয়ে যায় কোথায়। নিজের অজান্তে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাবিজের মধ্যে মনে করা হচ্ছে ক্ষমতা। আর এটাই শিরক।

কুরআনীয় তাবিজ-কবজ শিরক

রসূল ﷺ কুরআনের আয়াত নিজের শরীরে রেখেছেন বা অন্যকে রাখার অনুমতি দিয়েছেন বলে হাদীসের কোথাও কোন প্রামাণ নেই। কুরআনীয় তাবিজ-কবজ শরীরে রাখা এবং রসূল ﷺ কর্তৃক বর্ণিত শয়তান এড়ানো এবং বান ও যাদু ভেঙ্গে ফেলার পদ্ধতি পরস্পর বিরোধী। সুন্নাহ হল শয়তান নিকটবর্তী হলে কুরআনের সূরা ফালাক ও নাস এবং আয়াতুল-কুরসী, সূরা বাকারার ২৫৫ নম্বর আয়াত পাঠ করা। (সহীহ বুখারী)।

কুরআন হতে সৌভাগ্য লাভের একমাত্র সঠিক উপায় হল কুরআন বুঝে পড়া এবং তা নিজের ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সমাজে এবং রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করা।

তাবিজের মধ্যে কুরআন ঢুকিয়ে শরীরে রাখা, একটি অসুস্থ লোককে একজন ডাক্তার প্রেসক্রিপশন দেয়ার মত। প্রেসক্রিপশন পড়ে ওষুধ না খেয়ে তার পরিবর্তে সে এটাকে ভাজ করে একটি তাবিজে ভরে তার গলায় ঝুলায় এই বিশ্বাসে যে এটা তাকে সুস্থ রাখবে অথবা সে সেটা পানিতে ভিজিয়ে ভিজিয়ে সকাল সন্ধ্যায় পানি খায়, এতে রোগ সারবে না। একজন মানুষ যখন তাবিজ-কবজ ব্যবহার করে এই বিশ্বাসে যে এতে ভূতপ্রেত এড়ান যাবে এবং সৌভাগ্য আসবে, সে আল্লাহর পরিবর্তে এই তাবিজ-কবজের উপর নির্ভর করে। এটাই হল তাবিজ-কবজ হতে শিরক।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

১। প্রশ্ন ঃ

ক) আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু শিরক সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ ।
খ) জন্মগতভাবে মুসলিম হয়েও আমরা কি কি ভুল করে যাচ্ছি?
গ) কিভাবে কিছু কিছু গান ও কবিতার মাধ্যমে শিরক সংগঠিত হয়?
ঘ) তাবিজ কবজ বাঁধা কী? এ প্রসংগে কুরআন ও হাদীসে কী বলা হয়েছে?

২। বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

ক) আমাদের একমাত্র কার সামনে মাথা নত করতে হবে?
i. রসূল ﷺ ii. অলী-আওলিয়া iii. হুজুরের iv. আল্লাহর
খ) সুস্থতা লাভের জন্য তামা, দস্তা, লোহা ইত্যাদির উপর বিশ্বাস করা কী?
i. হারাম ii. হালাল iii. করলে কোন গুনাহ নেই iv. কোনটাই না
গ) তাবিজ বা কুরআনীয় তাবিজ গলায় বেঁধে রাখলে কী হয়?
i. রোগ মুক্তি হবে ii. বিপদ মুক্তি হবে iii. ভুতপ্রেত এড়ানো যাবে iv. কোনটাই হবে না এবং শিরক হবে

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) কোন পীর দরবেশ বা অলীকে আল্লাহর মত ভালবাসা _____ ।
খ) অন্ধ অনুকরণ শুধুমাত্র _____ এবং _____ কেই করা যায় ।
গ) অসুস্থতা এড়ানোর জন্য তামা, দস্তা বা লোহার চুড়ি, বালা এবং আংটি পড়া _____ করা হয়েছে ।
ঘ) আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাবিজ কবজ বিশ্বাস করা _____ ।
ঙ) কুরআন হতে সৌভাগ্য লাভের একমাত্র উপায় হলো কুরআন _____ ।

৪। সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখ ঃ

ক) আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্যে কুরবানী করা, মানত করা, নজর নেয়াজ দেয়া ইত্যাদি শিরক ।
খ) কবর, মাজার ইত্যাদির সামনে মাথা ঠেকানো শিরক ।
গ) সামগ্রীর মাধ্যমে অসুস্থতার চিকিৎসা ইসলাম অনুমতি দেয় ।
ঘ) তাবিজ কবজ বাঁধার ফলে রোগ বালাই ভাল হয় ।

৫। বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাকাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর ঃ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক) বিপদে পড়লে স্বীয় পীরকে স্মরণ করা	ক) হারাম ।
খ) সামগ্রীর মাধ্যমে অসুস্থতার চিকিৎসা করা	খ) বিদ'আত ।
গ) নিজের অজান্তে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাবিজের মধ্যে মনে করা হচ্ছে	গ) শিরক ।
ঘ) তাবিজের মধ্যে কুরআন ঢুকিয়ে শরীরে রাখা	ঘ) দলিল নেই ।
ঙ) কুরআন গলায় বেধে রাখতে হবে এমন কোন	ঙ) ক্ষমতা ।

ভাগ্য গণনা করা শিরক

যারা মানুষের হাতের রেখা দেখে ভবিষ্যত বলে বা ভাগ্য গণনা করে তাদেরকে গণক বা জ্যেতিষী বলে। তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা ইসলাম পছন্দ করে না।

গণক বা জ্যেতিষীর কাছে যাওয়া নিষেধ। রসূল ﷺ পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছেন যেনো আমরা গণকের কাছে না যাই। রসূল ﷺ বলেছেন ঃ "যদি কেউ গণকের কাছে যায় এবং তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তাহলে চল্লিশ দিন ও রাত্রি পর্যন্ত তার সলাত (নামায) কবুল হবে না।" (সহীহ মুসলিম)।

গণকের উপর বিশ্বাস করা হারাম ঃ গণক অদৃশ্য এবং ভবিষ্যতের খবর জানে এই বিশ্বাস নিয়ে যে কেউ গণকের কাছে যায় সে কুফর (অবিশ্বাস) করে। রসূল ﷺ বলেছেন ঃ "যে গণকের নিকট যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মাদ ﷺ -এর উপর যা নাজিল হয়েছিল তা অবিশ্বাস করলো।" (আহমদ, বায়হাকী, আবু দাউদ)।

রাশিচক্রে বিশ্বাস করা শিরক

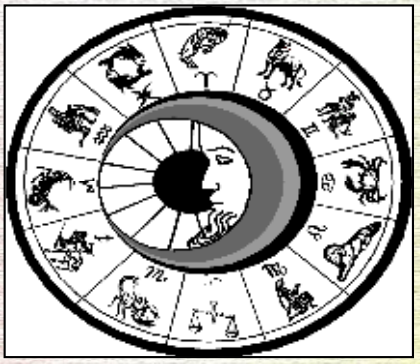

জ্যোতিষ বিদ্যা চর্চা শুধু হারামই নয় একজন জ্যোতিষবিদের কাছে যাওয়া এবং তার ভবিষ্যদ্বাণী শোনা, জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর বই কেনা বা ফান করে হাত দেখানো বা টিয়া পাখি দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করা নিষেধ। যেহেতু জ্যোতিষশাস্ত্র প্রধানত ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই রাশিচক্র খোঁজে বা গণকের কাছে হাত দেখানো বা ভাগ্য ফেরানোর জন্য পাথর নেয়া নিষেধ।

আমাদের দেশে পত্র-পত্রিকায় প্রতিদিনের রাশিচক্র দেয়া হয় যেমন, 'আপনার দিনটি কেমন যাবে'। আবার বছরের শুরুতে রাশির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের সারা বছরটি কেমন যাবে। এছাড়া পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয় "পাথরে ভাগ্য ফিরে", আবার অনেকে বিজ্ঞাপন দেয় যে নিঃসন্তানদের সন্তান দান" ইত্যাদি। এই ধরনের বিজ্ঞাপন আল্লাহর সাথে শিরকের প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ, যা আমরা মুসলিম হয়ে দেখি এবং কেউ কেউ আবার আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের কাছে যাই ভাগ্য ফিরানোর জন্য, সন্তানের জন্য! কৌতুহল বশতঃও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রাশিচক্র পড়া যাবে না।

নানারকম কুসংস্কারে বিশ্বাস করা এবং শুভ-অশুভ সংকেত মেনে চলা শিরক

১) শনির দশা অর্থাৎ শনিবার অলক্ষুণে দিন এবং এই দিনে কোন কাজ শুরু না করা।

২) ঘর থেকে বাইরে বের হওয়ার সময় কেউ হাঁচি দিলে বা হোঁচট খেলে সাথে সাথে বের না হওয়া, একটু পরে বের হওয়া।

৩) ১৩ সংখ্যাকে অশুভ বা unlucky thirteen মনে করা শিরক।

৪) ভর দুপুরে কাকের কা কা ডাক শুনে বিপদ সংকেত মনে করা।

৫) বাইরে যাওয়ার সময় ঝাঁড়ু দেখলে অশুভ মনে করা।

৬) কোন কাজ ঠিক মতো না হলে আজকের দিনটিই কুফা (অশুভ) এই ধরনের মনে করা।

৭) অনেকে নিজেকে নিজে গালি দেয় যেমন 'আমার ভাগ্যটাই খারাপ' বা 'আমার কপালটাই মন্দ'।

৮) বরকতের আশায় ব্যবসার ক্যাশ বাক্সে হলুদের টুকরা এবং কড়ি (এক ধরনের ঝিনুক) রাখা।

৯) বরকতের আশায় দোকান খোলার শুরুতে সোনা-রুপার পানি ছিটানো বা তুলসি পাতার পানি ছিটানো এবং আগরবাতি জ্বালানো।

১০) ব্যবসার শুরুতে প্রথম কাষ্টমারের কাছে বিক্রি করতেই হবে এই ধরনের মনে করা।

১১) বরকতের আশায় ব্যবসার শুরুতে মিলাদ দেয়া অথবা কোন মাজারে যাওয়া।

১২) কেউ গাড়ি কিনলে ঐ গাড়িটি পীরের দরবারে নিয়ে যাওয়া অথবা কোন মাজারে নিয়ে যাওয়া।

১৩) এক্সিডেন্ট থেকে রক্ষা পাবার আশায় গাড়ির লুকিং গ্লাসে বিভিন্ন কুরআনের আয়াত ঝুলানো, কাবা ঘরের ছবি ঝুলানো, তসবিহ ঝুলানো ইত্যাদি।

১৪) কাল বিড়াল বা এক পা ওয়ালা পশু-পাখি দেখলে অশুভ মনে করা।

১৫) আয়না ভাঙ্গা বা তেল পড়ে গেলে বা লবনের বাটি উল্টে পড়া অশুভ সংকেত মনে করা।

১৬) কিছু কিছু মেয়েলোক রাক্ষস (অলক্ষুণে) ইত্যাদিতে বিশ্বাস করা।

১৭) টেরা চোখের মেয়েলোক লক্ষী বা অলক্ষী এরকম মনে করা।

১৮) পাথরে ভাগ্য পরিবর্তন হয় এই ধরনের বিশ্বাস থাকা।

১৯) পাথরে নানারকম বিপদ কেটে যায়, এই ধরনের বিশ্বাস থাকা। এবং গায়ে সেসব পাথরের আংটি অথবা মাদুলি ধারণ করা।

২০) মৃত ব্যক্তির রূহ চল্লিশদিন পর্যন্ত বাড়িতে আসে বিশ্বাস রাখা।

বিয়ে নিয়ে কুসংস্কার

১. চৈত্র মাসে বিয়ে করা যাবে না এই মাস অশুভ। এই কুসংস্কার হিন্দুদের থেকে এসেছে।
২. মুহাররাম মাসে বিয়ে-শাদী নিষেধ, এই মাস শোকের মাস।
৩. শনিবারে বিয়ে করা যাবে না, শনিবার অশুভ, এই ধরনের বিশ্বাস কুসংস্কার।
৪. বিয়ের দিন ধান-ঘাস দিয়ে বধুবরণ করা এবং দুধের উপর দিয়ে বরকনে হেটে যাওয়া।
৫. বিয়ের কাবিনে এক লক্ষ এক টাকা ধার্য্য করা।

শব্দ নিয়ে কুসংস্কার

আপত্তিকর শব্দসমূহ যথা ঃ খোদা, অগ্নিপুরুষ, আগে আল্লাহ বাদে আপনি, উৎসর্গ, একেশ্বরবাদ, এলাহিকান্ড, ঐশীবাণী, ঐশী শক্তি, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ, মানুষ যদি উপকৃত হয় তাহলে সার্থক মনে করবো বলা বা লেখা ইত্যাদি।

অন্যান্য কুসংস্কার

১. কারো কথা স্মরণের সাথে সাথে সে উপস্থিত হলে তার দীর্ঘ হায়াত আছে বলা।
২. খাওয়ার সময় গলায় আটকে গেলে বা হিকাপ আসলে অন্যকেউ তাকে মনে করেছে এইটা মনে করা।
৩. ঘুম থেকে উঠে অমুকের মুখ না দেখা।
৪. কারো বা কোন কিছু দ্বারা বারবার বাধাগ্রস্ত হলে কুফা বলা।
৫. পেঁচা ডাকলে বিপদ আসন্ন মনে করা।
৬. নজর লাগবে বলে কপালে পায়ে কাজলের ফোটা দেয়া।
৭. বাচ্চারা যদি ঘর বা বারান্দা ঝাড় দেয় তাহলে মেহমান আসবে বলে মনে করা।
৮. বাচ্চাদের গায়ে লাঠি বা ঝাড়ুর ছোঁয়া লাগলে জ্বর আসবে বলে মনে করা এবং পায়ে পানি ছিটিয়ে দেয়া।
৯. ভয় পেলে লবন পানি খাওয়ানো বা বুকের মধ্যে থুতু দেয়া।
১০. বাচ্চাদের টপকিয়ে বা ডিঙিয়ে গেলে আর বড় হবে না মনে করা।

তাওহীদের সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে শুভ-অশুভ সংকেত বিশ্বাস সুস্পষ্ট শিরকের শ্রেণীভুক্ত। সূরা আল-হাদীদ এর ২২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- *"পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই উহা লিপিবদ্ধ থাকে।"*

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

১। প্রশ্ন ঃ

ক) ভাগ্য গণনা করা কী? এ প্রসঙ্গে রসূল ﷺ কী বলেছেন?
খ) রাশিচক্র পড়া কি ঠিক এ সম্পর্কে তোমার মতামত কি?
গ) আমাদের সমাজে নানা রকম কুসংস্কারগুলো কী কী?
ঘ) সংস্কৃতির নামে কি ধরণের কুসংস্কার সংগঠিত হয়?

২। বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

ক) কেউ যদি গণকের কাছে যায় এবং তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তাহলে কত দিন পর্যন্ত তার সলাত কবুল হবে না?
i) ১০ দিন ও রাত্রি ii) ৩০ দিন ও রাত্রি iii) ৪০ দিন ও রাত্রি iv) ৬০ দিন ও রাত্রি

খ) রাশিচক্র বিশ্বাস করা কি?
i) ভাল ii) নিষেধ iii) বিশ্বাস করলে গুনাহ নেই iv) সুন্নাত

গ) পত্রিকায় রাশিফল দেখা কি?
i) ভাল ii) খারাপ iii) শিরক iv) উচিত

ঘ) এর মধ্যে কোনগুলো শিরক?
i) রাশিচক্র বিশ্বাস করা ii) ১৩ সংখ্যাকে অশুভ মনে করা iii) i) ও ii) উভয়ই iv) কোনটাই না

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) ১৩ সংখ্যাকে অশুভ বা unlucky thirteen মনে করা _____ ।
খ) চৈত্র মাসে বিয়ে করা যাবে না এই মাস অশুভ। এই কুসংস্কার _____ থেকে এসেছে।
গ) নজর লাগবে বলে কপালে পায়ে কাজলের ফোটা দেয়া _____ ।
ঘ) তাওহীদের সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে _____সংকেত বিশ্বাস সুস্পষ্ট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

৪। সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখ ঃ

ক) ভাগ্য গণনা করা ও রাশিচক্রে বিশ্বাস করা শিরক।
খ) জ্যোতিষবিদের কাছে যাওয়া, ভবিষ্যদ্বানী শোনা এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের বই কেনা ইসলামের দৃষ্টিতে নিষেধ।
গ) শনিবার অলুক্ষণে দিন এবং এ দিনে কোন কাজ শুরু না করা।
ঘ) মুহাররাম মাসে বিয়ে নিষেধ এই মাস শোকের মাস।
ঙ) কারো কথা স্বরণের সাথে সাথে সে উপস্থিত হলে তার দীর্ঘ হায়াত আছে বলা কুসংস্কার।

৫। বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর ঃ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক) আমাদের দেশে পত্র-পত্রিকায় প্রতিদিন	ক) কুসংস্কার।
খ) রাশি চক্রে বিশ্বাস করা ও শুভ অশুভ সংকেত মেনে চলা	খ) রাশিচক্র দেখা হয় যা শিরক।
গ) মৃত ব্যক্তির রূহ চল্লিশদিন পর্যন্ত বাড়িতে আসে বিশ্বাস করা	গ) শিরক।

মানত মানায় শিরক

মানত বলা হয় এরূপ কাজকে যে, কোনো কিছু ঘটবার জন্যে নিজের ওপর এমন কোনো কাজ করার দায়িত্ব গ্রহণ করা অথবা ওয়াজিব করে নেয়া যা আসলে নিজের ওপর ওয়াজিব নয়। যেমন বলা হয় ঃ আমি আল্লাহর জন্যে একাজ করার মানত করেছি। কুরআনে এ মানত করার কথা বিভিন্ন আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। সূরা আল-বাকারার ২৭০ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

"তোমরা যা কিছু খরচ করো বা মানত মানো, আল্লাহ তার সব কিছুই জানেন।
আর যালিমদের জন্যে সাহায্যকারী কেউ নেই।"

মানত হচ্ছে এই যে, তোমরা আল্লাহর জন্যে করবে বলে কোনো কাজ নিজের জন্যে বাধ্যতামূলক করে নেবে শর্তাধীন কিংবা বিনা শর্তে। এ আয়াত ও তাফসীরের উদ্ধৃতি স্পষ্ট বলে দেয় যে, মানত হতে হবে কেবল আল্লাহর জন্যে। যে মানত হবে একমাত্র আল্লাহর জন্যে, কুরআনের ঘোষণানুযায়ী কেবল তাই জায়িয; যে মানত খালিসভাবে আল্লাহর জন্যে নয়, তা কুরআনের দৃষ্টিতে কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

মানত সাধারণত দু'প্রকারের হয়। যে মানত আল্লাহর আনুগত্যের কোনো কাজের হবে, তা আল্লাহর জন্যে বটে এবং তাই পূরণ করতে হবে। আর যে মানত আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজের মাধ্যমে হবে, তা হবে শয়তানের উদ্দেশ্যে। তা পূরণ করার কোনো দায়িত্ব নেই। কর্তব্যও নয়।

কথায় কথায় মানত করার রোগ দেখা যায় বেশিরভাগ লোকদের মধ্যে এবং মানত করার ইসলামী পদ্ধতি জানা না থাকার কারণে লোকেরা এক্ষেত্রে নানা প্রকার শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে, রসূলে কারীম ﷺ একে কিছু মাত্র উৎসাহিত করেননি, বরং তিনি একে সম্পূর্ণ অর্থহীন কাজ বলে ঘোষণা করেছেন।

যদি মানত মানতেই হয়, তবে যেন সলাত-সিয়াম, আল্লাহর ঘরের হাজ্জ ইত্যাদি ধরনের কোনো কাজের মানত মানা হয়। কেননা তাতে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই বান্দার সামনে আসে না-- আসার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু ধন-সম্পদের যে মানত মানা হয় তাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু বা অন্য কারো প্রতিই মন বেশি ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

মানত তাকদীরকে পরিবর্তন করে না

নাবী কারীম ﷺ মানত মানতে নিষেধ করেছেন। এই মর্মে তিনি বলেন, মানত কোন জিনিসকে দূর করতে পারে না। এ দ্বারা শুধু কৃপণের মাল ব্যয় হয়। (সহীহ বুখারী)

নাবী কারীম ﷺ বলেছেন ঃ মানত মানব সন্তানকে এমন কিছু এনে দিতে পারে না যা তাকদীরে নির্ধারণ নেই সে যে মানতটি করে তাও তাকদীরে লিখিত আছে, যাতে কৃপণের মাল ব্যয় হয়। (সহীহ বুখারী)

কবর/মাজারকে ঘিরে নানা রকম শিরক

ইসলামের কবর যিয়ারত করা জায়িয ও সুন্নাত-সমর্থিত। কিন্তু বর্তমানে কবর, বিশেষ করে পীর-অলী বলে কথিত লোকদের কবরকে কেন্দ্র করে মাজার নাম দিয়ে দীর্ঘকাল ধরে যা কিছু করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ বিদ'আত, ইসলাম বিরোধী এবং সুস্পষ্ট শিরক, তাতে কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না।

যেমন ঃ মাজার বা কবরকে চুমু খাওয়া, কবরে হাত লাগানো, কবরে পশু জবেহ করা, কবরে ওরস করা, কবরে মানত করা, কবরে গিয়ে কান্না-কাটি করা, কবরে শায়িত ব্যক্তির কাছে কিছু চাওয়া, কবরে টাকা-পয়সা দেয়া, কবরে সিন্নি দেয়া, কবরে মোমবাতি জ্বালানো, কবরে আগরবাতি জ্বালানো, কবরে আতর-গোলাপ দেয়া, কবর বা মাজার থেকে ফেরার পথে উল্টো হয়ে ফেরা ইত্যাদি শিরক ও বিদ'আত।

কবর পাকা করা নিষেধ

কবরকে পাকা ও শক্ত করে বানাতে, তার ওপর কোনোরূপ নির্মাণ কাজ করতে, তার ওপর বসতে এবং তার ওপর কোনো কিছু লিখতে, কবরকে মাটি থেকে উচু করতে নাবী কারীম ﷺ সুস্পষ্ট নিষেধ করেছেন। (সহীহ মুসলিম, আবু-দাউদ)

আমরা যদি মদিনায় বাকি নামক কবরস্থানে যাই তাহলে দেখতে পাই যে সেখানে ওসমান রাদিআল্লাহু আনহু, ফাতিমা রাদিআল্লাহু আনহা, আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা-সহ শত শত সাহাবীর কবর রয়েছে এবং একটা কবরও মাটি থেকে উচু বা বাঁধানো নয়, শুধু মরুভুমি, তবে চিহ্নস্বরূপ কোন কোন কবরে এক টুকরা পাথর রয়েছে।

কবরে মসজিদ নির্মান নিষেধ

নাবী কারীম ﷺ কোন কবরকে ঘিরে মসজিদ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।

তাই যে সকল মসজিদের পাশে কবর/মাজার আছে সেখানে সলাত আদায় করার সময় খুব সাবধান থাকতে হবে যে, কোন কারণে যেন কবরে শায়িত ব্যক্তির প্রতি মনোযোগ বা প্রার্থনা না হয়ে যায়, যদি হয় তাহলে সরাসরি শিরক হয়ে যাবে।

কবরে সলাত আদায় করা এবং ইবাদতের স্থান বানানো নিষেধ

কবরস্থানে কোন আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ। আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেছেন, কবরস্থান এবং শৌচাগার ব্যতীত জমীনের সকল স্থানই মসজিদ (ইবাদতের স্থান)। (আত-তিরমিযী, আবু-দাউদ)

রসূল ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের বাড়িতে (নফল এবং সুন্নাত) সলাত আদায় কর, তাকে কবরস্থান বানিও না। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

রসূল ﷺ বলেছেন ঃ মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট তারা যারা শেষ দিনে (কিয়ামতের আগে) জীবিত থাকবে এবং যারা কবরকে ইবাদতের স্থান করে নেবে। (মুসনাদে আহমদ)

কবরস্থানে কুরআন পড়া নিষেধ

কবরস্থানে কুরআন পড়ার অনুমতি নেই। কারণ রসূল ﷺ অথবা তাঁর সাহাবীগণ পড়েছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। বিশেষ করে আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো কবরে গিয়ে কি পড়তে হবে? তিনি সালাম দেয়া এবং দু'আ করতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে সূরা ফাতিহা পড়তে বলেননি। (Ahkaam al-Janaaz)

কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে মুনাজাত করা নিষেধ

ইচ্ছাকৃতভাবে কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে দু'আ করতে রসূল ﷺ নিষেধ করেছেন। রসূল ﷺ বলেছেন, 'কবরের দিকে লক্ষ্য করে সলাত আদায় করিও না অথবা ঐগুলির উপর বসিও না।' (সহীহ মুসলিম, আবু-দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

কবরকে কেন্দ্র করে ওরস ও মেলা নিষেধ

কবরকে কেন্দ্র করে যে ওরস ও মেলা অনুষ্ঠিত হয় তা ইসলামে নিষেধ। আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেছেন, আমার কবরকে ঈদ (উৎসবের স্থান) অথবা তোমাদের ঘরকে কবরস্থান বানিও না এবং তোমরা যেখানেই থাক আমার জন্য আল্লাহর আশীর্বাদ চাও, কারণ তা আমার কাছে পৌঁছাবে। (আবু দাউদ, আহমাদ)

মহিলাদের কবর যিয়ারত প্রসঙ্গে

কবর যিয়ারতকারী নারী ও কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারীদের এবং কবরে যারা বাতি জ্বালায় তাদের প্রতি আল্লাহ লানত বর্ষণ করেছেন। (আবু-দাউদ, তিরমিযী, আন-নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বিদেশে যাওয়া নিষেধ

কোন নাবী বা ওলী বা কোনো নেককার লোকের কবর যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে বিদেশে যাওয়া জায়িয নয়। নাবী কারীম ﷺ বলেছেন ঃ

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কেবল তিনটি মসজিদে যিয়ারতের জন্য যাওয়া যাবে। তা হলো ঃ ১) মসজিদে হারাম (কাবা ঘর), ২) মসজিদে নববী, এবং ৩) মসজিদে আকসা। এ ছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য অন্য কোনো স্থানে যাওয়া যাবে না। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবু-দাউদ, তিরমিযী, আন-নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

কবর যিয়ারতের সঠিক নিয়ম

কবর যিয়ারত করা জায়িয কিন্তু তা করতে হবে সঠিক পদ্ধতিতে। কবরস্থানে গিয়ে যেমন ইসলাম বিরোধী কোনো কাজ করা যাবে না, কোনো অহেতুক কথাও বলা যাবে না। যিয়ারতকারীর কর্তব্য কবরস্থানে উপস্থিত হয়ে প্রথমে সালাম করবে এবং কবরের সকলের প্রতি মাগফিরাত, রহমত নাযিল হওয়ার জন্যে আল্লাহর নিকট দু'আ করবে। এই সালাম ও দু'আ সহীহ হাদীস অনুযায়ী হতে হবে। কবর ধরা, স্পর্শ করা এবং তাকে চুমু খাওয়া নিঃসন্দেহে শিরক ও বিদ'আত, শরীয়তে নিষেধ।

কবর যিয়ারতের সঠিক দু'আ ঃ

السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيارِ مِنَ المؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِين، وَإِنَّا إِنْ شاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقون، نَسْأَلُ اللهَ لنا وَلَكُمُ العافِيَة.

আসসালামু 'আলাইকুম আহলাদ্দিয়ারি মীনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীন, ওয়াইন্না ইন্‌শা-আল্লাহু বিকুম লা-লাহিকূনা, নাসআলুল্লাহা লানা- ওয়ালাকুমুল 'আ-ফিয়াতা।

অর্থ ঃ "হে মুমিন মুসলিমদের গৃহবাসীগণ! আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমরাও ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে অচিরেই মিলিত হব, আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমাদের নিজেদের জন্য এবং আপনাদের জন্য নিরাপত্তা কামনা করি। (সহীহ মুসলিম)

পীরসাহেব/কোন ওলীর কাছে সন্তান, চাকুরী, প্রমোশন, ব্যবসা, উন্নতি, ভাগ্যের পরিবর্তন, বিপদ-আপদ ও রোগমুক্তি ইত্যাদি চাওয়া শিরক

- বান্দার ভাল/মন্দ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ করতে পারে না।
- রিযিক বাড়া বা কমা শুধুমাত্র আল্লাহর হাতে।
- সন্তান দানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে।
- বিপদ থেকে রক্ষা করার মালিক একমাত্র আল্লাহ।
- রোগমুক্তি করার মালিক একমাত্র আল্লাহ।

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

আমি যখন অসুস্থ হই, তখন তিনিই সুস্থ করে দেন। (সূরা আশ শু'আরা ঃ ৮০)

মাজার এবং মৃত লোকদের নিকট সাহায্য চাওয়া শিরক

"জীবিত ও মৃত সমান হতে পারে না, আল্লাহ যাকে চান শুনান। হে নাবী! তুমি সেই লোকদেরকে শুনাতে পারবে না যারা কবরসমূহে দাফন হয়ে রয়েছে।" (সূরা ফাতির ঃ ২২)

যারাই পীর বা ওলীদের কবরে যেয়ে প্রার্থনা করে তাদের বেশীরভাগেরই এই ভুল ধারণা যে এই মৃত ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। তাই তারা এই কবরকে ঘিরে নানা রকম শিরকি কাজ করে। যেমন ওরস করে, মেলা করে, কবরে গিলাফ দেয়, কবরের আশেপাশের মাটি সংগ্রহ করে, আগরবাতি-মোমবাতি দেয়। এগুলি করে তারা মনে করে তারা মৃত ব্যক্তি থেকে কিছু বিনিময় পাবে যা ইসলামের দৃষ্টিতে শিরক।

প্রকৃতপক্ষে সাহায্য বা ক্ষতি কোনো কিছু করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। এ জন্যে আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা কেবল তাঁরই নিকট সাহায্য চাওয়ার কথাই নানাভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। তাই মাজার এবং মৃত লোকদের নিকট সাহায্য চাওয়া সুস্পষ্ট শিরক। আল্লাহ বলেন ঃ

হে নবী! মৃত ব্যক্তিকে তুমি কোন কথা (কোন আহ্বান) শুনাতে পারবে না। (সূরা নামল ঃ ৮০)

হে নবী! তোমার সাধ্য নেই যে তুমি মৃত ব্যক্তিকে কিছু শোনাবে। (সূরা রুম ঃ ৫২)

মরা লাশ যারা জীবিত নয় তারা এও জানে না যে কবে তাদেরকে উঠানো হবে। (সূরা নাহল ঃ ২১)

মৃত ব্যক্তি যতো বড় ওলীই হোক তিনি অপরের জন্য তো কিছু করতেই পারেন না এমনকি নিজের জন্যও কিছুই করতে পারেন না। রসূল ﷺ বলেছেন, মানুষ যখন মরে যায় তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমলের সওয়াব সে কিয়ামত পর্যন্ত পেতে থাকে যা সে জীবিত অবস্থায় করে গেছে ঃ

(১) সদকায়ে জারিয়া (সে ভাল কাজের জন্য যা দান-সদাকা করে গেছে)
(২) এমন জ্ঞান যা সে বিতরণ করেছে এবং
(৩) নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করবে।

সহীহ্ মুসলিমের এই হাদীস থেকে আমরা স্পষ্ট জানতে পারি যে, কোন ব্যক্তি যখন মারা যায় তখন থেকে সে নিজের জন্য আর কিছুই করতে পারে না, অন্যের জন্য কিছু করা তো দূরের কথা। কোন মানুষ যখন মারা যায় তখন তার আত্মা আর এই পৃথিবীতে থাকে না। ভাল আত্মাগুলো থাকে ইল্লীনে এবং পাপী আত্মাগুলো থাকে সিজ্জীনে। কিয়ামত পর্যন্ত ঐ আত্মাগুলো ঐ দুই জায়গায় থাকবে।

অনেকের ধারণা মৃত্যুর পর আত্মা এসে ঘোরাঘুরি করে, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। মৃতের আত্মা মৃত্যুর পর আর এই পৃথিবীতে ফিরে আসে না। তাই এ ব্যাপারে খুব সাবধান! ভাগ্য উন্নতির জন্য কোন মাজারে গিয়ে সূতা বাঁধা, গজার মাছকে খাওয়ানো, কচ্ছপকে খাওয়ানো, কুমিরকে খাওয়ানো ইত্যাদি ইত্যাদি শিরক।

বিশেষ নোট ঃ ইসলামী পরিভাষায় কোন কবরকেই মাজার বলা যাবে না। সেটা কোন নাবী, রসূল, সাহাবা, ওলী-আউলিয়া বা কোন পীর-বুজুর্গের কবরই হোক না কেন। কবরকে মাজার বলা বিদ'আত। বুঝানোর সুবিধার্থে ছবিগুলোর সাথে মাজার লিখা হয়েছে।

ভুল ধারণা ঃ অনেকের মধ্যে ভুল ধারণা আছে যে শাহজালাল (রহ.)-এর মাজারে যে কবুতরগুলো দেখা যায় তা শাহজালাল সাহেবের। তাই অন্ধভক্তরা সেখানে গিয়ে কবুতরকে গম খাওয়ায় এই নিয়্যতে যে তার বিনিময়ে তিনি যে আশা নিয়ে সেখানে গেছেন তা কবুল হবে।

সতর্কতা ঃ একটা কথা সব সময় স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে মহান আল্লাহ ছাড়া কারো কিছু করার বা দেয়ার ক্ষমতা নেই, সে যতো বড় ওলি বা বুজুর্গই হোক না কেন। আমার ভাগ্যের পরিবর্তন যেমন ঃ ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী, প্রোমোশন, বাড়ি-গাড়ি, রোগ-মুক্তি, আয়-উন্নতি, ব্যাংক ব্যালান্স, ফসলের উন্নতি, পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট, বিদেশ গমন ইত্যাদি কোন পীর-মুর্শেদ বা কোন মাজার দিতে পারবে না। আর আমি যদি কোন কিছু পাওয়ার আশায় কারও কাছে যাই তাহলে সেটা হবে সরাসরি আল্লাহর সাথে শিরক। আমার যা কিছু চাওয়ার সরাসরি আল্লাহর কাছে চাইতে হবে এবং ইন্‌শাআল্লাহ, আল্লাহ আমাকে দিবেন।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

১। প্রশ্ন ঃ

ক) মানত কার জন্য হতে হবে?
খ) মানত কি তাকদীরকে পরিবর্তন করে? এ প্রসংগে হাদীসে কী বলা হয়েছে?
গ) করব ও মাজারকে ঘিরে কি ধরনের শিরক সংগঠিত হয়?
ঘ) কবরে কী কী করা নিষেধ? কবর যিয়ারতের সঠিক নিয়ম কী?
ঙ) মাজার, পীর বা ওলী এবং মৃত লোকদের নিকট সাহায্য চাওয়া কি?

২। বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

ক) মানত মানা কী?
i) ভাল ii) সুন্নত iii) শিরক iv) মানলে গুনাহ নাই
খ) কবর মাজারকে ঘিরে যে সব শিরক কাজ সংগঠিত হয় তা কোনগুলো?
i) মাজার/কবরে চুমু খাওয়া ii) কবরে হাত লাগানো, সিন্নি দেয়া iii) কবরে আগরবাতি জ্বালানো iv) সবগুলোই
গ) কবর পাকা করা কী?
i) করলে সমস্যা নেই ii) কোন গুনাহ নেই iii) নিষেধ iv) কোনটাই না
ঘ) তোমরা একমাত্র কার কাছে সাহায্য চাইবে?
i) পীর ii) অলী-আওলিয়া iii) রসূল ﷺ iv) আল্লাহ
ঙ) মানুষ মারা যাওয়ার পর কয়টি আমলের সওয়াব সে কিয়ামত পর্যন্ত পেতে থাকে?
i) ১ টি ii) ৩ টি iii) ৪ টি iv) ৬ টি

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) মানত মানতে হবে একমাত্র _____ জন্য ।
খ) নাবী কারীম ﷺ মানত মানতে _____ করেছেন ।
গ) মানত _____ পরিবর্তন করে না ।
ঘ) কবরে সলাত আদায় করা এবং ইবাদতের স্থান বানানো _____ ।
ঙ) কবর যিয়ারত করা জায়েজ কিন্তু তা করতে হবে _____ সম্মতভাবে ।

৪। সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখ ঃ

ক) মানত তাকদীরকে পরিবর্তন করে ।
খ) কবরস্থানে কুরআন পড়া নিষেধ ।
গ) কবরকে কেন্দ্র করে যে ওরস বা মেলা অনুষ্ঠিত হয় তা ইসলামে জায়িয ।
ঘ) রিযিক বাড়া বা কমা শুধুমাত্র আল্লাহর হাতে ।
ঙ) মাজার এবং মৃত লোকদের নিকট সাহায্য চাওয়া সুস্পষ্ট শিরক ।

৫। বাম পাশের শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর ঃ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক) যে মানত খালিসভাবে আল্লাহর জন্যে নয়	ক) নিষেধ ।
খ) কবরকে মাজার বলা	খ) তা কুরআনের দৃষ্টিতে কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয় ।
গ) কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে মুনাজাত করা	গ) শিরক ।
ঘ) পীর সাহেব বা কোন অলীর কাছে সাহায্য চাওয়া	ঘ) বিদ'আত ।

মুহাম্মাদ ﷺ -কে ঘিরে শিরক

যদি কেউ রসূল ﷺ -এর নিকট সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করে অথবা প্রার্থনাকারীর পক্ষ হয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য করতে অনুরোধ করে তাহলে তারাও শিরক করে। যদি কেউ মনে করে যে, কোন হুজুর, পীর, ওলী, বুজুর্গের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে তাহলে তারাও শিরক করে।

রসূল ﷺ বলেছেন, "দু'আই, ইবাদত" (আবু দাউদ)।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ *"আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করো না যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না"। (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৬৬)*

"আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে আহবান কর তারা তো তোমাদের মতোই বান্দা"। (সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৯৪)

অতিরিক্ত সতর্কতা

- অনেকে মনে করেন যে, রসূল ﷺ আল্লাহর নূরে তৈরী। অর্থাৎ তিনি আল্লাহরই একটা অংশ। (নাউযুবিল্লাহ) এই ধরনের বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে ভুল এবং শিরক। রসূল ﷺ যে আল্লাহর নূরে তৈরী এই ধরনের দলিল কুরআন এবং সহীহ হাদীসে নেই।

- রসূল ﷺ ভূমিষ্ট হবার সময় হাওয়া, আছিয়া ও মরিয়ম (আ.) উপস্থিত ছিলেন এই ধারণা ভুল এবং এই তথ্যের কোন কুরআন-হাদীসের দলিল নেই।

- আবার অনেকে মনে করেন রসূল ﷺ -কে সৃষ্টি না করলে এই পৃথিবী বা এই বিশ্বজাহান সৃষ্টি হতো না। এই বিশ্বাস সম্পুর্ণরূপে ভুল এবং এর কোন কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলিল নেই।

- সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ ﷺ -এর নূর তৈরী করা হয়েছে। আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার আগে এবং সকলকে সৃষ্টি করার আগে আল্লাহ তা'আলা রসূল ﷺ-কে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে প্রথমে ময়ূর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন এই ধরনের কথাবার্তা সম্পূর্ণ ভুল। এরও কোন কুরআন-হাদীসের দলিল নেই।

- মনে রাখা উচিত, রসূল ﷺ -এর নামে কোন প্রকার যিকর করা যাবে না। রসূল ﷺ -এর অতিরিক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে খেয়াল রাখতে হবে যে আল্লাহর সাথে যেন কোন বিষয়ে বিরোধ হয়ে না যায়।

- নাতে রসূল (গান) পরিবেশনার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কোন গানের কথার মধ্যে শিরক চলে না আসে। বাজারে এমন অনেক নাতে রসূল আছে যেখানে রসূল ﷺ -এর অতিরিক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে আল্লাহর সাথে শিরক করে ফেলা হয়েছে। যেমন ঃ 'মুহাম্মাদের নাম জপেছি..... বা ফুল ফুটে হেসে বলে ইয়া রসূলুল্লাহ.....' ইত্যাদি। রসূল ﷺ -এর নামে যিকর করা যাবে না, যিকর হবে শুধু আল্লাহর নামে। এছাড়া বাংলা, উর্দু ও হিন্দিতে এমন অনেক শিরক মিশ্রিত কাউয়ালী রয়েছে যা স্পষ্ট শিরক।

পরামর্শ

জানার অভাবে আমরা অনেক সময় রসূল ﷺ -এর অতিরিক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে গুনাহর কাজ করে ফেলছি। তাই একটা ফরমুলা সবসময় মনে রাখা উচিত সেটা হচ্ছে যেখানেই অতিরিক্ত বা অতিরঞ্জন কিছু দেখবো সেখানেই একটু চিন্তা করবো এবং সহীহ দলিলের সাথে মিলিয়ে দেখবো যে এই ধরনের কিছু কুরআন-সুন্নাহয় আদৌ আছে কিনা। এই ব্যপারটা শুধু রসূল ﷺ-এর ক্ষেত্রে নয় যে কোন ওলির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কিছু শুনলে অবশ্যই এর উৎস জানার চেষ্টা করবো এবং সবাইকে সতর্ক করে দিবো। ইতিহাস এবং তাফসীর পড়লে দেখা যায় যে ঈসা আলাইহিস সালামকে এই পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেয়ার তিনশত বছর পরে তৎকালীন জনগণ ঈসা আলাইহিস সালামের অতিরিক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে আস্তে আস্তে তাকে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে ফেলেছে। (নাউযুবিল্লাহ)।

নাবী মুহাম্মাদ ﷺ একজন মাটির তৈরী মরণশীল মানুষ ছিলেন, তিনি নূরের তৈরী ছিলেন না, তিনি মারা গেছেন

কুরআনের সূরা যুমার (৩৯)-এর ৩০ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর রসূল মুহাম্মাদ ﷺ -কে উদ্দেশ করে জানাচ্ছেন ঃ *তুমিও মরবে এবং ওরাও (কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকরাও) মরবে*। নাবী ﷺ ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন (হিজরী ১১ সনের ১২ই রবিউল আওয়াল) মারা গেছেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ একজন মানুষ ছিলেন, আর মানুষ মরণশীল, সে অমর নয় কখনো। কুরআনে আল্লাহ তাঁর মুখ দিয়েই বলিয়েছেন ঃ *বল, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, তবে আমার উপর [আল্লাহর তরফ থেকে] অহী নাযিল হয় যে তোমাদের ইলাহ একমাত্র একজন*। [সূরা কাহ্‌ফ (১৮) আয়াত ১১০] আরো দেখি সূরা ইসরা (১৭) এর ৯৩ নম্বর আয়াত এবং সূরা ফুসসিলাত (৪১) এর ৬ নম্বর আয়াত।

আল্লাহর ফিরিশতাগণ নূরের তৈরী, জিনেরা আগুনের তৈরী এবং প্রথম মানুষ আদম (আ.) মাটি থেকে তৈরী -- এসব হচ্ছে আল্লাহর কুরআনের মাঝে প্রচারিত সত্য। মুহাম্মাদ ﷺ নূরের তৈরী ফিরিশতা ছিলেন না। দেখি সূরা আন'আম (৬) এর আয়াত ৫০ যেখানে তিনি নাবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন, বল, ... *"আমি তোমাদের একথাও বলি না যে আমি একজন ফিরিশতা"* ..... । মহান আল্লাহ এই আয়াতে মুহাম্মাদ ﷺ যে নূরের তৈরী ছিলেন না সেকথা বিশ্ববাসীর জন্যে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন।

সূরা আলে ইমরান (৩) এর ১৪৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে জানিয়ে দিয়েছেন ঃ *মুহাম্মাদ একজন রসূল মাত্র; তার পূর্বে বহু রসূল গত হয়েছে। সুতরাং সে যদি মারা যায় অথবা নিহত হয় তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে?*

সুতরাং একথা স্পষ্ট যে একজন রসূল হওয়ার পাশাপাশি মুহাম্মাদ ﷺ একজন মরণশীল মানুষও ছিলেন। আল্লাহ নিজেই সেই সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

সূরা আম্বিয়া (২১) এর ৩৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ -কে জানাচ্ছেন ঃ *আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে ওরা [কাফির-মুশরিক-মুনাফিক] কি চিরজীবী হয়ে থাকবে?*

এই আয়াতে আল্লাহর বাণী অতি স্পষ্ট যে মুহাম্মাদ ﷺ -কে তিনি অমরত্ব দিয়ে এই জগতে পাঠাননি। অতএব অন্যান্য মানুষের মত তিনিও স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন।

এই জগতে প্রাণীর (মানুষসহ) জন্ম যেমন হচ্ছে তেমনি মৃত্যুও ঘটছে। প্রাণ আছে যার তার মৃত্যু আল্লাহ অবধারিত করেই তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেকথা কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে জানিয়েও দিয়েছেন। *"কুল্লু নাফ্সিন যাযিকাতুল মাওত" (জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে অর্থাৎ মরবে)* এই সাবধান বাণী মহান আল্লাহ তাঁর কুরআনে তিনবার উল্লেখ করেছেন -- ৩ ঃ ১৮৫; ২১ ঃ ৩৫ এবং ২৯ ঃ ৫৭।

মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.)-কে ঘিরে নানা রকম শিরক

আমাদের সমাজে 'খাজা বাবা' নামে পরিচিত মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.) ছিলেন ইসলামের একজন প্রচারক, দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি এসেছিলেন এই ভারত উপমহাদেশে। তার মৃত্যুর পর দুর্বল ঈমানের মানুষেরা তার কবরকে ঘিরে বানিয়েছে শিরক ও বিদ'আতের দরবার। 'খাজা বাবা' নাম দিয়ে তার নামে বিভিন্ন মহল্লায় মহল্লায় টাকা-পয়সা তোলা হয় ও ওরস করা হয়, আর ওরসের নামে সারারাত হয় শিরক-বিদ'আতী গান ও কাউয়ালী (যেমন ঃ "খাজা বাবার দরবারেতে, কেউ ফিরে না খালি হাতে"), সেই সাথে নানারকম ইসলাম-বিরোধী কাজ।

পরামর্শ

যারাই খাজা-বাবা এবং বড় পীর সাহেবের ভক্ত তাদের উচিত মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.) এবং আব্দুল কাদের জিলানীর (রহ.) এর সহীহ ও বিস্তারিত জীবনী সংগ্রহ করে পড়া, তবে বাজারে তাঁদের ঘিরে অনেক গাঁজাখুরী গল্পের বই পাওয়া যায় সেগুলো থেকে সাবধান। এবং তাঁদের জীবনী থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত যে তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কী কী সংগ্রাম করেছিলেন।

আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-কে নিয়ে নানা রকম শিরক

এক শ্রেণীর লোকেরা আব্দুল কাদের জিলানীকে 'গওসুল আজম' বলে মানে। 'গওস' শব্দের অর্থ হচ্ছে বিপদআপদ থেকে মুক্তকারী ও উদ্ধারকারী।

আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ ছাড়া বিপদ থেকে উদ্ধারকারী আর কেউ নেই। কিন্তু পীরভক্তরা বিশ্বাস করে আব্দুল কাদের জিলানী বিপদ থেকে উদ্ধারকারী। 'গওস' সম্পর্কে এই যে ধারণা, খ্রীষ্টানরা ঠিক ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এই ধারণাই পোষণ করে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ *"যদি আল্লাহ কারও ক্ষতি সাধন করেন তবে তিনি ছাড়া সে ক্ষতি দূর করার আর কেউই নেই।" (সূরা আন'আম ঃ ১৭)*

অনেকের বিশ্বাস যে, আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) বাগদাদের কবরে শুয়ে শুয়ে অনেক অলৌকিক ক্ষমতা দেখাতে পারেন। কিন্তু কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী মৃত মানুষ কিছুই করতে পারে না।

অতিরিক্ত সতর্কতা

বাজারে সবচেয়ে বেশী আজগুবি গল্প প্রচারিত আছে আব্দুর কাদের জিলানী (রহ.)-কে ঘিরে। যেমন ঃ তিনি মরা মানুষ জীবিত করতেন!

বিশেষ অনুরোধ

যারা খাজা বাবা ও বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-র ভক্ত তারা যেন একে অপরকে ভুল না বুঝি।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

১। প্রশ্ন ঃ

ক) মুহাম্মাদ ﷺ -কে ঘিরে সাধারণত কি কি শিরক হয়ে থাকে?
খ) নাবী মুহাম্মাদ ﷺ মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন, নূরের তৈরী ছিলেন না, সংক্ষেপে আলোচনা কর।
গ) মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ)-কে ঘিরে যে নানা রকম শিরক কাজ সংগঠিত হয় তা আলোচনা কর।
ঘ) আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-কে ঘিরে যে নানা রকম শিরক কাজ সংগঠিত হয় তা আলোচনা কর।

২। বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

ক) রসূল ﷺ কিসের তৈরী? i) মাটির ii) নূরের iii) আগুনের iv) কোনটাই না
খ) মুহাম্মাদ ﷺ -এর কবরকে রওজা মুবারক বলা কি?
i) শিরক ii) সুন্নাত iii) বিদ'আত iv) i) ও iii) উভয়ই
গ) মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.) দ্বীন প্রচারের জন্য কোথায় এসেছিলেন?
i) ভারত ii) পাকিস্তান iii) বাংলাদেশ iv) দুবাই
ঘ) আমাদের সমাজে মঈনুদ্দিন চিশতী কি নামে পরিচিত?
i) পীর বাবা ii) দয়াল বাবা iii) পাগলা বাবা iv) খাজা বাবা

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) রসূল ﷺ -এর নামে কোন প্রকার _____করা যাবে না।
খ) নাবী মুহাম্মাদ ﷺ একজন মাটির তৈরী _____ মানুষ ছিলেন।
গ) মুহাম্মাদ ﷺ -এর কবরকে _____ মুবারক বলা যাবে না।
ঘ) মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.) ছিলেন ইসলামের একজন খাঁটি _____।

৪। সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখ ঃ

ক) রসূল ﷺ আল্লাহর নূরে তৈরী।
খ) রসূল ﷺ ভূমিষ্ঠ হবার সময় হাওয়া, আছিয়া ও মরিয়ম (আ.) উপস্থিত ছিলেন।
গ) রসূল ﷺ -কে সৃষ্টি না করলে এ পৃথিবী সৃষ্টি হতো না।
ঘ) নাবী মুহাম্মাদ ﷺ মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন, তিনি মারা গেছেন।

৫। বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর ঃ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক) অনেকে মনে করেন রসূল ﷺ আল্লাহরই একটা অংশ	ক) শিরক চলে না আসে।
খ) নাতে রসূল পরিবেশনার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কোন গানের কথার মধ্যে	খ) এ ধরনের বিশ্বাস সম্পূর্ন ভুল এবং শিরক।
গ) এক কথায় আল্লাহই হচ্ছে	গ) মানব ও দানবের আকুল ফরিয়াদ শ্রবণকারী।
ঘ) বাজারের সবচেয়ে বেশী আজগুবি গল্প প্রচারিত আছে	ঘ) আব্দুল কাদের জিলানীকে (রহ.)-কে ঘিরে।

গান, কবিতা, গল্প-উপন্যাস, নাটক, সিনেমা এবং বাঙালী কালচারের মধ্যে নানা রকম শিরক

শিরক হচ্ছে আল্লাহ বিরোধী কাজ। মনে রাখতে হবে যে শিরকের গুনাহ আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করবেন না।

১. আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি যে আমাদের মনে কালচার আর ফ্যাশনের নামে আল্লাহ-বিরোধী বিশ্বাস ঢুকছে? যেমন- বিভিন্ন মেলার নামে অনেক কাজকর্মই হয়ে থাকে যা সুস্পষ্ট শিরক।

২. আমরা কি কখনো গভীরভাবে খেয়াল করেছি যে আমরা কী ধরণের বই বা গল্প-উপন্যাস-কবিতা পড়ছি? এবং এই ধরণের গল্প-উপন্যাস বা কবিতার মাধ্যমে আমরা নানা রকম শিরকে আক্রান্ত হচ্ছি?

৩. আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি যে আমরা সাধারণত কী ধরণের গান শুনে থাকি? অনেক গানের কথাতেই রয়েছে শিরক!

৪. আমরা কি কখনো চিন্তা করেছি যে আমরা পরিবারের সবাই মিলে নিয়মিত কী ধরণের নাটক-সিনেমা দেখছি? এই ধরণের নাটক-সিনেমা, হিন্দি সিরিয়াল, হিন্দি মুভি আমাদেরকে সঠিক কুরআনের পথ থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

৫. আজকাল আমরা রক সঙ্গীত খুব ভালবাসি। আজকালকার রক সঙ্গীত (Rock music)-এর অনেক গায়করাই রীতিমতো ইবলিসের (শয়তানের) পূজা করে থাকে, এবং তাদের গানের কথাগুলো হচ্ছে ঐ শয়তানের ইবাদত। যেমন ঃ এ ধরণের একটি গানের লাইন "হে আমার প্রভু শয়তান ... আমাকে টানতে টানতে হেলে (জাহান্নামে) নিয়ে যাও ....."।

"মুহাররমের চাঁদ এলো ঐ কাঁদাতে ফের দুনিয়া, ইয়া হোসেন হায়, ইয়া হোসেন হায়, সে তারই মাতম শুনা যায়....."। এই ধরনের গানও শিরক মিশ্রিত।

তবে বেশীরভাগ নজরুল সঙ্গীত-ই ভাল, তার অল্প কিছু গানে আকীদাগত সমস্যা রয়েছে। তবে নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি এবং তিনি ইসলামের জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর গান ও কবিতা রচনা করেছেন। মহান আল্লাহ তার এই কাজকে কবুল করুন এবং তাকে জান্নাত দান করুন।

দেয়ালে মানুষের/প্রাণীর ছবি টাঙানো এবং ঘরে মূর্তি রাখা নিষেধ

আমরা অনেকে ঘরের দেয়ালে নানা রকম ছবি বাঁধাই করে ঝুলিয়ে রাখি। যেমন ঃ বিয়ের ছবি, নিজ পিতা-মাতার ছবি, পারিবারিক ছবি, পীরের ছবি, বিভিন্ন স্টারদের ছবি বা পশু-পাখির ছবি ইত্যাদি। আবার অনেকে আর্ট-কালচারের নামে শোপীচ হিসাবে ঘরে নানা রকম মূর্তিও রাখে। মনে রাখতে হবে ঘরে যে কোন ধরনের মূর্তি এবং কোন প্রাণীর ছবিই রাখা নিষেধ। কারণ যে ঘরে ছবি এবং মূর্তি থাকে সে ঘরে রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করে না। আমি কি চাই না আমার ঘরে রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করুক?

নাবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, "সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশতা প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কুকুর থাকে এবং সে ঘরেও নয়, যে ঘরে ছবি বা মূর্তি থাকে।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

আরো কিছু ভুল-ভ্রান্তি

১) বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের 'অলি আল্লাহ' বলা।
২) আল্লাহ কারো কথা শুনতে বাধ্য এ ধারণা রাখা।
৩) একজন হাফেয দশজনের জন্য শাফায়াত করবে বলে বিশ্বাস করা।
৪) কুরআনুল কারীমের শুরুর দিকে তাবিজ ছাপানো।

কথা এবং চিন্তার মধ্যে শিরক

ঘটনা ১ ঃ ধরি আমি গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেছি এবং রাতে হঠাৎ আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে খুব ঝড়-তুফান হয়ে গেল এবং পরের দিন আমি আমার পাশের গ্রামের এক ভায়ের সাথে আলাপ করছি যে, "কাল রাতে তুফানের বাতাসের বেগ এতই প্রবল ছিল যে ঘরের দুই পাশের টানাগুলো না থাকলে বড় বিপদই হয়ে যেত"।

শিক্ষা ঃ এখানে আল্লাহকে বাদ দিয়ে ঘরের দুই পাশের টানাগুলোকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

ঘটনা ২ ঃ আবার যেমন, আমরা কোথাও বেড়াতে যাচ্ছি, পথে ছিনতাইকারী ধরল এবং আমার বড় ভাই তাদের মধ্যে একজনকে আগে থেকেই চেনে তাই ছিনতাইকারীরা আমাদেরকে ছেড়ে দিল। এবার আমি পরের

দিন বন্ধুকে বলছি, "গতকাল আমার বড় ভাই না থাকলে তো বড়ই বিপদ হয়ে যেত, কাল ওর জন্যই বেঁচে গেলাম" ।

শিক্ষা ঃ এখানে আল্লাহকে বাদ দিয়ে বড় ভাইকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে ।

ঘটনা ৩ ঃ যেমন, আমরা কয়েক বন্ধু বাসে করে অন্য কোন শহরে যাচ্ছি । পথে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল এবং রাস্তা ছিল খুবই পিচ্ছিল এবং সরু, যার কারণে দু'টি গাড়ি পাশাপাশি ক্রস করাটাও ছিল খুবই রিস্ক । আমরা যাওয়ার পথে দু'টি এক্সিডেন্টও দেখলাম । সারাটা রাস্তা আমরা দু'আ পড়তে পড়তে এক সময় গন্তব্যে এসে পৌঁছলাম । যা হোক, পরের দিন নাস্তার টেবিলে সকলে মিলে গল্প করছি যে, "ড্রাইভার বেটা খুবই পাকা ছিল সে না হলে বাঁচারই উপায় ছিল না" ।

শিক্ষা ঃ এখানে আল্লাহকে বাদ দিয়ে ড্রাইভারকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে ।

এই ধরনের কথাবার্তা আমরা প্রায়ই বলে থাকি এবং চিন্তা করে বলি না যে কি বলছি । উপরের প্রতিটি ঘটনাতে আমরা কথার মাধ্যমে শিরক করে ফেলেছি । যে কোন বিপদ থেকে রক্ষা করার মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলা, এখানে অন্য কারো কৃতিত্ব নেই । আমি হয়তো তর্কের খাতিরে বলবো আল্লাহ তো আছেনই তারপরও এটা একটা উছিলা ।

ছোট সাইজের কুরআন

অনেক প্রকাশনী খুবই ছোট সাইজের কুরআন ছাপিয়ে বাজারে ছাড়েন যা চশমা বা খালি চোখে দেখে পড়া যায় না । এতো ছোট সাইজ যে পড়তে হলে ম্যাগনিফাইং গ্লাস লাগে । এটি শয়তানের একটি প্ররোচনা । কারণ শয়তান চায় না মানুষ বেশী বেশী কুরআন পড়ুক, বুঝুক এবং সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করুক । তারা এই কুরআন হয়তো ছাপায় মুসলিমদের গলায় ঝুলানোর জন্য বা পকেটে রাখার জন্য যাতে ভূত-প্রেত কাছে আসতে না পারে । অথচ এই ধরণের কোন দলিল কুরআন বা হাদীসে নেই, অর্থাৎ ইসলামেই নেই । অথচ কুরআনকে ব্যবহার করা হচ্ছে তাবিজ হিসেবে ।

আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর ভরসা করা শিরক

ওলির নামে লঞ্চ চালালেও তা ডুবে যেতে পারে।

পীরের নামে ট্রাক চালালেও তা এক্সিডেন্ট করতে পারে।

ভুল ধারণা ১ ঃ অনেকে ব্যবসার লঞ্চ বা ট্রাক কিনে তার নাম রাখে ওলিদের নামে। তাদের ধারণা যে ওলিদের নামে নাম রাখলে হয়তো লঞ্চ ডুববে না বা ট্রাক এক্সিডেন্ট করবে না। যেমন- ট্রাকের গায়ে লেখা থাকে পীরের দোয়া ইত্যাদি। এই ধরণের বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে শিরক।

গাড়ির লুকিং গ্লাসে তসবিহ বা আয়াতুল কুরছি ঝুলালেও গাড়ি এক্সিডেন্ট করতে পারে।

ভুল ধারণা ২ ঃ অনেকে নিজেদের ব্যবহৃত গাড়ির লুকিং গ্লাসে (রিয়ার ভিউ আয়নায়) তসবিহ ঝুলায়, আয়াতুল কুরছি ঝুলায়, চার কুল ঝুলায় এই বিশ্বাসে যে গাড়ি এক্সিডেন্ট করবে না। এই ধরণের বিশ্বাসও সম্পূর্ণরূপে শিরক।

শিরক থেকে হিফাযতের আমল

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعوذُبِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِما لا أَعْلَم

দু'আ ঃ "হে আল্লাহ, আমরা জেনে শুনে তোমার সঙ্গে শিরক করা হতে আশ্রয় চাচ্ছি এবং যা সম্মন্ধে আমরা অবগত নই তা হতে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি"। (আহমদ, আত-তিরমিযী)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদের এমন একটি কালেমার কথা বলবো যা তোমাদের শিরক থেকে হিফাযত করবে? সেটি হচ্ছে, তোমরা শোবার সময় কুল ইয়া আইয়ূহাল কাফিরুন পড়ে নাও (তাবারানী)

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

১। প্রশ্ন ঃ

ক) গান, কবিতা, গল্প-উপন্যাস, নাটক, সিনেমা এবং বাঙালী কালচারের মধ্যে যে সব শিরক সংগঠিত হয় তা সংক্ষেপে লিখ।

খ) দেয়ালে মানুষের/প্রাণীর ছবি টাঙানো এবং ঘরে মূর্তি রাখা ঠিক না। এ প্রসংগে সংক্ষেপে লিখ।

গ) শিরক থেকে কিভাবে নিজেকে হিফাজত করা যায় সংক্ষেপে লিখ?

ঘ) শিরক থেকে হিফাজতের দু'আ কি?

২। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) শিরকের গুনাহ আল্লাহ কখনোই _____ করবেন না।

খ) ঘরে যে কোন ধরনের মূর্তি এবং কোন প্রাণীর ছবি রাখা _____।

গ) যে ঘরে ছবি এবং মূর্তি থাকে সে ঘরে রহমতের _____ প্রবেশ করে না।

ঘ) যে কোন বিপদ থেকে রক্ষা করার মালিক একমাত্র _____ এখানে অন্য কারো _____ নেই।

ঙ) কুরআনকে ব্যবহার করা হচ্ছে _____ হিসেবে।

৩। সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখ ঃ

ক) যে ঘরে ছবি বা মূর্তি থাকে সে ঘরে রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করে ।

খ) কুরআনের তাবিজের মতো গলায় ঝুলিয়ে রাখলে বালা মুসিবত দূর হয়।

গ) গাড়ির লুকিং গ্লাসে তসবিহ বা আয়াতুল কুরছি ঝুলালে গাড়ি এক্সিডেন্ট করবে না।

৪। বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর ঃ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক) ঘরে মানুষের বা প্রাণীর ছবি এবং মূর্তি রাখা	ক) রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করে না।
খ) যে ঘরে ছবি এবং মূর্তি থাকে সে ঘরে	খ) নিষেধ।
গ) শিরক থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য রসূল ﷺ রাতে শোয়ার সময়	গ) সূরা কাফিরুন পড়ে ঘুমাতে বলেছেন।